প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৬ ❖ ১৪ - ২০ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

শুভ মা দিবস

- বিশ্ব মা দিবস
- বাংলাদেশ স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলী ও এর ভবিষ্যৎ

- মাতৃত্বের মহিমা
- পারিবারিক জীবনে ভাষাগত শালীনতা

২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মতি ম্যাথিও পালমা (মাস্টার)

আগমন: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রস্থান: ১৯ মে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে
আমাদের হৃদয় মাঝে।

তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ তুমি নাই তুমি আছ
মন বলে তাই

তোমার আগমনে প্রকৃতির বীণায় বেজে উঠেছিল এক আহ্বানের সুর, সেই সুরে আমাদের সবার কণ্ঠ এক করে তোমাকে নিবেদন করছি শ্রদ্ধা। চব্বিশটি বছর অতিবাহিত হচ্ছে তুমি নেই। কিন্তু তোমার আদর্শ, তোমার পদচারণা, তোমার স্মৃতি সবই আমাদের মানসপটে আজও অনুরণিত হচ্ছে। তুমি ছিলে যেন শক্তিশালী এক বটবৃক্ষ, যার ছায়াতল ছিল আমাদের নিরাপদ আশ্রয়। তোমার শাখা-প্রশাখা আমরা সবাই তো আছি এবং তোমার সুমহান পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমারই মত জীবন যাপনে ব্রতী হয়েছি। তোমার স্নেহপূর্ণ শাসন, ভালবাসাপূর্ণ যত্ন, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের জীবনকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। তাইতো জীবন চলার পথ কঠিন, রূঢ় এবং দুঃসহময় হলেও তোমার আদর্শ স্মরণ করে প্রেরণা লাভ করি। তাই তোমাকে জানাই আমাদের শতকোটি প্রণাম। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা যে কোন, বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে তাঁরই পথে সাহসের সাথে এগিয়ে চলতে পারি।

তোমার শোকাহত আমরা

জোনাথান, জেইভান, জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, নাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ডিলেন, জয়েস, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, লিমা- ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলীপ-কনিকা, কানন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু।

হারবাইদ, গাজীপুর।

বিপ্র /১৫৮/২৩

তুইতাল গির্জার প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পার্বণে সবাইকে নিমন্ত্রণ

সুধী,

তুইতাল ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৮ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার তুইতাল গির্জার প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে।** দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ খ্রিস্টভক্তগণকে উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পবিত্র আত্মার পর্বোৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং পর্বকর্তা হওয়ার জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। **পর্বের শুভেচ্ছা দান ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা। খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ১৫০/- টাকা।** এই আনন্দঘন পর্ব উৎসবে যোগদান করে পবিত্র আত্মার বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করতে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

ধন্যবাদান্তে
ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস্ (পালপুরোহিত)
এবং খ্রিস্টভক্তগণ
মোবাইল: ০১৭৩০৮৪৪৫৭৩

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা : ১৯ মে - ২৭ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বিকাল ৪:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ

তারিখ : ২৮ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৬:০০টা
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

বিপ্র /১৫৯/২৩

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ১৬
১৪ - ২০ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
৩১ বৈশাখ - ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মা'কে ভালো রাখো নিজে ভালো থাকো

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও মে মাসের ২য় রবিবার অর্থাৎ ১৪ মে বিশ্ব মা দিবস পালন করা হবে নানা আয়োজনে। বর্তমান যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আমরা নিমিষেই সত্য-মিথ্যা অনেক আয়োজনই দেখতে পাবো। কখনো কখনো নিজেও সেখানে অংশ নিবো। সারা বছর জুড়ে অনেকেই হয়তো মায়ের তেমন একটা খোঁজ-খবর বা যত্ন নেয় না। কিন্তু এই দিনটিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রায় সকল প্লাটফর্মগুলো জুড়েই থাকে মায়ের বন্দনা, মাকে নিয়ে আবেগ-অনুভূতি, অনুতাপ-অনুশোচনার কথা। একদিনের এতো মাতৃবন্দনার কিছুটাও যদি বছর জুড়ে সন্তানেরা করে থাকে তাহলে মায়েরা ভালোই থাকবে। মা'দেরকে ভক্তি, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, সম্মান-শ্রদ্ধা জানানোর সাথে সাথে তাদেরকে ভালো রাখার আহ্বানেই এ বছরের মা দিবস পালিত হোক।

খ্রিস্টানদের কাছে মে মাস মা মারীয়ার মাস। মারীয়ার মধ্যদিয়েই ঈশ্বর পুত্র এ জগতে আসলেন। মাতৃত্বকে ধন্য করলেন। মহিমান্বিত করলেন মা ও সন্তানের সম্পর্ককে। মা ও সন্তানের এ সম্পর্ক শাশ্বত ও সীমাহীন ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠিত। মা মারীয়াকে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টানগণ মা'দেরই শ্রদ্ধা-সম্মান জানায়। মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে সারা বিশ্বের মানুষই মা'কে ভালোবাসা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে মা দিবসে।

আমাদের মায়েরা আমাদের জীবনকে সহজ, সুন্দর, নিরাপদ ও আরামপ্রদ করে তোলার জন্য কত পরিশ্রম করেন। মা পরিবারকে একসঙ্গে বেঁধে রাখেন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাজ করার ও স্বপ্নপূরণের সুযোগ করে দেন। যে কোনো পরিস্থিতিতে মা তার সন্তানদের জন্য সাধ্যমত সর্বোত্তম ভালোটা করার চেষ্টা করেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্য নিজের সব সাধ-আহ্লাদ, চাহিদা-প্রয়োজন, পছন্দ-ভাললাগা, আরাম-আয়েশ, নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা নিঃশর্তে ত্যাগ করেন। সন্তানের ভাললাগা ও আনন্দেই নিজের ভাললাগা ও আনন্দ। নিজের সবকিছু দিয়েই মা সন্তানকে আগলে রাখেন। কেননা মায়ের কাছে সন্তানই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপহার ও সেরা সম্পদ। মায়ের প্রতি সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা সন্তানেরা মা দিবসে ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন।

মা দিবসে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় - মা ছাড়া এই পৃথিবীতে প্রকৃত আপন বলতে আর কেউ নেই। মা ছাড়া পৃথিবীর সৌন্দর্যও ক্ষীণ। ছোট মা শব্দটির গভীরতা ও ব্যপ্তি অসীম। মায়া-মমতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, স্নেহ-ভালোবাসার খনি যাকে বলা হয় তিনি হলেন আমাদের মা। যে মা তিলে তিলে নিজের জীবনকে নিঃশেষ করে সন্তানকে বড় করে তোলেন। সন্তান তার মাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারছে কিনা তা আজ বড় প্রশ্ন? আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, সন্তান ও পরিবারের প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা ও যত্নের বিনিময়ে কী পাচ্ছেন মা? আমাদের মধ্যে কতজন পরিবার ও সমাজে মায়েদের অবদানের স্বীকৃতি দিচ্ছি? তাদের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নিচ্ছি; তাদের কাছে গিয়ে বসছি-সমস্যার কথা জানতে চেয়েছি, তাদের জড়িয়ে ধরে বলেছি - মা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেক সন্তানই মা ও মাতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তেমন একটা যত্ন নেন না, খোঁজ খবর রাখেন না। কিন্তু মা দিবসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "মা আমার পৃথিবী, আমার শ্রেষ্ঠ ভালবাসা মা, আমার জীবন জুড়েই মা, মা তোমাকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি ইত্যাদি লিখে এবং মায়ের সাথে ছবি পোস্ট দিয়ে ভণ্ডামির ষোলকলা পূরণ করে মানুষের চোখে ভালো সাজার চেষ্টা করেন। এরূপ সন্তানদের জন্য একটাই পরামর্শ-মায়ের কাছে যান, তাতেই আপনারা সুখ-শান্তি পাবেন।

মা মারীয়ার প্রতি কাথলিকদের গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা মায়েদের সম্মান জানানোর জন্য একটি আশা জাগানিয়া দিক। আমাদের মায়েরা যারা জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনের হাল ধরে রেখেছেন তারা কুমারী মারীয়ার জীবন দেখে আশান্বিত হতে পারেন। কেননা মা মারীয়া আমাদের মায়েদের মতই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিবার দেখভাল করেছেন। কুমারী মারীয়ার আদর্শ দেখে আমাদের মায়েরাও বর্তমান বাস্তবতায় তাদের সন্তানদের গঠন করবেন। তারা আদের সন্তানদের পরিশ্রমী হতে, ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করে নীতিবান মানুষ হতে শিক্ষা দিবেন। যে সন্তান পরবর্তীতে সকল মাকে সম্মান করবে। মায়েদের একটাই চাওয়া - তাদের সন্তানেরা যেন ভালো থাকে। সন্তানদেরও চাওয়া হোক মা'দের ভালো রাখা। মা'দের ভালো রাখা তো সন্তানদের পবিত্র দায়িত্বও বটে। সকল মায়েরা সুস্থ থেকে তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করুক। মা মারীয়া প্রত্যেক মাকে আশীর্বাদ করুন। ✝

আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না; তোমাদের কাছে আসব।
- যোহন ১৪:১৮।

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

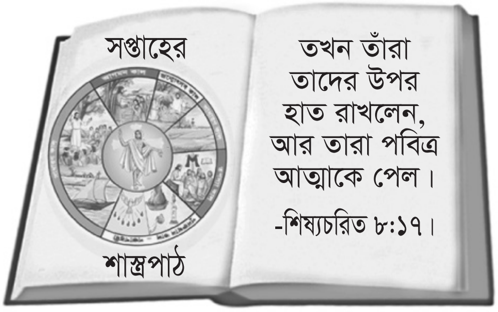

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৪ - ২০ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৪ মে, রবিবার
শিষ্য ৮: ৫-৮, ১৪-১৭, সাম ৬৫: ১-৭, ১৬, ২০, ১ পিত ৩: ১৫-১৮, যোহন ১৪: ১৫-২১
প্রেরিতদূত সাধু মাথিয়াস-এর পর্ব এ বছর পালিত হবে না।

১৫ মে, সোমবার
শিষ্য ১৬: ১১-১৫, সাম ১৪৯: ১-৬ক, ৯খ, যোহন ১৫: ২৬ -- ১৬: ৪

১৬ মে, মঙ্গলবার
শিষ্য ১৬: ২২-৩৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৮, যোহন ১৬: ৫-১১

১৭ মে, বুধবার
শিষ্য ১৭: ১৫, ২২-- ১৮: ১, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১৬: ১২-১৫

১৮ মে, বৃহস্পতিবার
সাধু প্রথম জন, পোপ ও সাক্ষ্যমর
সাধ্বী বার্থলোমেয়া কাপিতানিও ও ভিনসেন্সা জেরোসা, সন্ন্যাসব্রতী
শিষ্য ১৮: ১-৮, সাম ৯৭: ১-৪, যোহন ১৬: ১৬-২০

১৯ মে, শুক্রবার
শিষ্য ১৮: ৯-১৮, সাম ৪৬: ১-৬, যোহন ১৬: ২০-২৩

২০ মে, শনিবার
সিয়েনার সাধু বার্ণার্ডাইন, যাজক
শিষ্য ১৮: ২৩-২৮, সাম ৪৬: ২-৩, ৮-৯, ১০, যোহন ১৬: ২৩-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৪ মে, রবিবার
+ ১৯৩৮ ফাদার জ্যাঁ হামোন সিএসসি
+ ২০০৪ সিস্টার মিরিয়াম রিচার্ড সিএসসি
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী সুশীলা এসএমআরএ (ঢাকা)

১৫ মে, সোমবার
+ ১৯৩৮ ফাদার সেলেস্টিন এফ নিয়ার্ড সিএসসি
+ ১৯৫৪ ফাদার থিওডোর কাস্তেল্লি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৮ ফাদার বেঞ্জামিন লাবে সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০২২ **সিস্টার মেরী মিটিল্ডা** এসএমআরএ (ঢাকা)

১৬ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৯ সিস্টার মেরী এডিথ আরএনডিএম (ঢাকা)

১৭ মে, বুধবার
+ ১৯৮৪ বিশপ রেমন্ড লারোজ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৩ ফাদার টমাস জিমারম্যান সিএসসি (ঢাকা)

১৮ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম শার্লিটা এনরাইট সিএসসি

১৯ মে, শুক্রবার
+ ১৯৪৮ সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ
+ ১৯৭৫ ফাদান ওয়ালটার মার্কস সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার থিওনিলা আরাক্কাপারামবিল এসসি (ঢাকা)

২০ মে, শনিবার
+ ১৯৭৯ সিস্টার গাব্রিয়েল ফ্রেডারিক এসসি
+ ২০০৪ ফাদার লরেঞ্জো ফান্তিনী এসএক্স (খুলনা)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

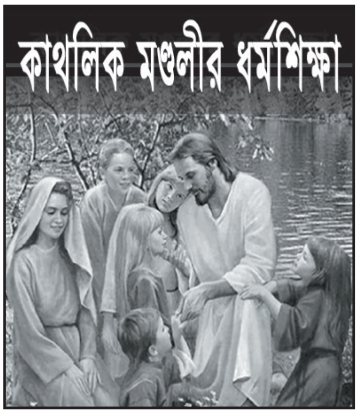

১৫১৩: রোগীদের পুণ্য তেল-লেপন নামক দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পরে রচিত প্রৈরিতিক অনুশাসনপত্র এই নির্দেশ দিয়েছে যে, এখন থেকে রোমীয় রীতিতে নিম্নোলিখিত রীতি পালিত হবে:

যারা গুরুতরভাবে অসুস্থ তাদেরকে কপালে ও হাতে বৈধভাবে আশীর্বাদিত পবিত্র তেল-লেপনের দ্বারা রোগীদের লেপন সংস্কার দেওয়া হয়: এই তেল জলপাই থেকে বা অন্য উদ্ভিদ থেকে উৎপাদিত তেল হতে হবে এবং তেল-লেপনের সময় একবারই এই প্রার্থনা বলতে হবে: "এই পবিত্র তেল-লেপনে স্নেহময় এবং করুণাময় প্রভু সদয় হয়ে এখন তোমার সহায় হোন পবিত্র আত্মার শক্তিদানে। পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তিনি তোমাকে রক্ষা করুন, তোমাকে তোমাকে আবার সুস্থ ক'রে তুলুন।

১৫১৪: রোগীলেপন সংস্কারটি "যারা মরণাপন্ন শুধু তাদের জন্যই নয়। অতএব, ভক্তদের মধ্যে যদি কেউ রোগ বা বার্ধক্যের কারণে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে থাকে, তাহলে এই সংস্কার গ্রহণের উপযুক্ত সময় অবশ্যই তার জন্য ইতোমধ্যে এসে গেছে"।

১৫১৫: যদি কোন রোগী একবার তেল-লেপন গ্রহণ করার পর সুস্থ হ'য়ে আবারও গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়, সে আবারও এই সংস্কার গ্রহণ করতে পারে। যদি একই অসুস্থতার বেলায় রোগীর অবস্থা আরও সংকটজনক হয়, তাহলে তাকে এই সংস্কার পুনরায় দেওয়া যায়। গুরুতর অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীলেপন সংস্কার গ্রহণ করা সমীচীন। একই কথা খাটে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বেলায় যাদের দৌর্বল্য আরও অধিক।

১৫১৬: শুধুমাত্র যাজকগণই (বিশপ ও পুরোহিত) রোগীলেপন সংস্কারের সেবাকর্মী। পালকদের কর্তব্য হল এই সংস্কারের উপকারিতা সম্পর্কে খ্রীষ্টভক্তদের শিক্ষা দেওয়া। আর খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের উচিৎ রোগীকে উৎসাহিত করা যেন এই সংস্কার গ্রহণ করার জন্য পুরোহিতকে ডাকা হয়। রোগীদের উচিৎ নিজেদের প্রস্তুত করা যাতে সঠিক অন্তর-ভাব নিয়ে এই সংস্কার গ্রহণ করতে পারে পালক ও ভক্তসমাজের সহায়তায়, যারা রোগীকে ঘিরে থাকে বিশেষভাবে তাদের প্রার্থনা ও ভ্রাতৃসুলভ মনোযোগে।

১৫১৭: অন্যান্য সকল সংস্কারের মত রোগীলেপন সংস্কারটিও একটি ঔপাসনিক ও সমবেত অনুষ্ঠান, তা সে একজন রোগী কিংবা একদল রোগীর জন্য বাড়ীতে, হাসপাতালে, কিংবা গির্জায় যেখানেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন। খ্রীষ্টযাগ, প্রভুর নিস্তরণের স্মারক-অনুষ্ঠানসহ এ সংস্কার সম্পাদন করা খুবই সমীচীন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই সংস্কারের পূর্বে অনুতাপ সংস্কার ও পরে খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। খ্রীষ্টের নিস্তরণ সংস্কাররূপে খ্রীষ্টপ্রসাদ হবে শাশ্বত জীবনের উদ্দেশে "নিস্তরণের" জন্য "অন্তিম পাথেয়" এই জগতের যাত্রাশেষের সংস্কার।

১৫১৮: ঐশবাণী পাঠ ও সংস্কার-অনুষ্ঠান একে অন্যের কাছ থেকে পৃথক করা যায় না। ক্ষমা-প্রার্থনার পর ঐশবাণী পাঠ দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রীষ্টের বাণী, প্রেরিতদূতদের সাক্ষ্যদান, অসুস্থ ব্যক্তি ও ভক্তসমাজের বিশ্বাস জাগ্রত করে, যাতে তারা প্রভুর কাছ থেকে আত্মার শক্তি যাজ্ঞা করে।

১৫১৯: এই সংস্কার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রধান উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত: "মণ্ডলীর যাজক" নীরবে রোগীর উপর হস্ত স্থাপন করেন; খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস সহকারে তাদের উপর প্রার্থনা করেন এটাই হল এই সংস্কারে পবিত্র আত্মার আবাহন; এরপর, তারা পবিত্র তেলের দ্বারা, সম্ভব হলে বিশপ কর্তৃক আশীর্বাদিত তেলের দ্বারা তাদের লেপন করেন।

ঔপাসনিক এই ক্রিয়াকাণ্ড ইঙ্গিত করে কিরূপ অনুগ্রহ এই সংস্কার রোগীদের প্রদান করে॥

ফাদার চঞ্চল হিউবার্ট পেরেরা

পুনরুত্থানকালের ৬ষ্ঠ রবিবার

১ম পাঠ : শিষ্যচরিত ৮: ৫-৮ পদ

২য় পাঠ : ১ম পিতর ৩: ১৫-১৮ পদ

মঙ্গলসমাচার: যোহন ১৪: ১৫-২১ পদ

পবিত্র আত্মার আগমনের প্রতিশ্রুতি:

আজকে আমরা পুনরুত্থান কালের ৬ষ্ঠ রবিবার উদ্‌যাপন করছি। আজকের মঙ্গলসমাচার, যিশু শেষভোজে শিষ্যদের কাছ থেকে শেষ বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে, ক্রুশমৃত্যুর আগে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করেন। যিশু পিতার কাছে চলে যাচ্ছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি শিষ্যদের জন্য একটি থাকার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় পাওয়া তিনি আমাদের অনাথ করে চলে যাবেন না। তিনি আমাদের পরিচালনার জন্য এক সহায়ক আত্মাকে আমাদের জন্য পাঠাবেন। আমাদের তিনি শেখান, তিনি পিতার সাথে যুক্ত আছেন যাতে আমরাও তার সাথে যুক্ত থাকতে পারি। তিনি যা করেছেন আমরাও যাতে তা করতে পারি।

যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় ঈশ্বর সমন্ধে তোমার ধারণা কি? সচারচর আমরা ধারণা করি ঈশ্বর একজন সাদা লম্বা দাড়িওয়ালা পুরুষ (পিতা) সুদর্শন একজন যুবক, উত্তম মেষপালক, ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত (পুত্র)। সাদা কবুতরের চিহ্ন, অগ্নি জিহ্বা, বাতাস (পবিত্র আত্মা)। মঙ্গলসমাচারে পবিত্রাআত্মার কাজ, শিক্ষা, স্বাক্ষ্যদানের কথা বলা হয়েছে। তাই যিশু বলেন "কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্রআত্মা, যাকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি তোমাদের সব-কিছুই শিখিয়ে দেবেন এবং যা কিছু আমি তোমাদের বলে গেলাম, সে-সমস্তই তিনি তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।

যিশু এ পৃথিবী থেকে বিদায়ের পূর্বে বলেছিলেন- যদি তোমরা আমাকে ভালোবাস তবে আমার বাণী মেনে চলো। তা হলে যিশুর আদেশ বাণী কি? সাধু মথি, মার্ক মঙ্গলসমাচারে- যিশুর আদেশবাণীর কথা বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সাধু মথি লেখেন- কেউ যদি তোমায় এক কিলোমিটার পথ হেঁটে যেতে বাধ্য করে তবে তুমি তার সঙ্গে দুই কিলোমিটার হেঁটে যেয়ো। সাধু পিতরের প্রশ্নের উত্তরে যিশু বলেছিলেন- সাত বার নয়, বরং সত্তর গুণ সাতবার তাকে ক্ষমা কর। সাধু মার্ক এবং লুক উল্লেখ করেন- যা সিজারের তা সিজারকে দাও, যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও। কিন্তু সাধু যোহন যিশুর একটি মাত্র আদেশের কথা উল্লেখ করেন -কি সেই একটি মাত্র আদেশ? যিশু বলেন আমি তোমাদের একটিমাত্র আদেশ দিচ্ছি- আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরা তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে। আর এইভাবেই সবাই বুঝবে তোমরা আমার শিষ্য, যদি তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস। যিশু নিজে সেই ভালবাসার প্রমাণ দিলেন শিষ্যদের পা ধুয়ানোর মধ্যদিয়ে।

যিশুর অন্তরের দাবি শিষ্যদের কাছে- যদি তোমরা আমাকে ভালোবাস তবে তোমরা আমার আদেশ পালন কর, তাহলে আমি পিতার কাছে তোমাদের জন্য আবেদন জানাব তিনি তোমাদের জন্য এক সহায়ক আত্মাকে পাঠিয়ে দেন। হ্যাঁ যিশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি শিষ্যদের জন্য সত্যময় আত্মাকে পাঠাবেন। যিশু নিজেই সেই সত্যময় সহায়ক যে সত্যের আলোতে তিনি আমাদের পরিচালনা করেছেন। তিনি পিতাকে অনুরোধ করবেন, যাতে আর এক সহায়ক আত্মাকে প্রেরণ করেন, যেন তাঁর অবর্তমানে শিষ্যদের সত্যের পথে পরিচালনা করতে পারেন এবং তাঁর ভূমিকা পালন করতে পারেন। কিন্তু যারা সেই মুক্তিকে প্রত্যাখান করে তারা সেই সত্যময় আত্মাকে জানতে পারে না। যিশু তার শিষ্যদের আস্বস্থ করেন যে, তিনি তাদের অনাথ, অরক্ষিত, নিরাপদহীন করে রেখে যাবেন না। কিন্তু যিশু প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি আবার আসবেন।

যিশু ভালবাসার একটি সেতুবন্ধন তৈরী করেন। যে আমাকে ভালোবাসে, সে আমার পিতার ভালোবাসা পাবেই। যিশুর সাথে ভালবাসায়, ভাই মানুষের সাথে ভালবাসায় যিশু নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। আজকের এই বাণী পাঠে মূল শিক্ষাবার্তা হল -সমস্ত খ্রিস্টভক্ত যেন পবিত্র আত্মার দানের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সুরক্ষার উপর নির্ভর করে। খ্রিস্টীয় জীবনের শুরুতে যিশুখ্রিস্টের প্রতিশ্রুত সেই আত্মাকে আমরা গ্রহণ করেছি যাতে আমরা তাঁর প্রকৃত বন্ধু হতে পারি। পবিত্র আত্মা সর্বদা আমাদেন পাশে আছেন এবং আমাদের পরিচালনা দান করছেন যেন আমরা অসত্য থেকে সর্বদা সত্যে থাকতে পারি, অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতায় জীবনযাপন করতে পারি, অন্যায্যতা থেকে ন্যায্যতায় বসবাস করতে পারি। তিনি আমাদের মুখে সেই ভাষা যুগিয়ে দেন যাতে আমরা মুক্তির বাণী অন্যের কাছে প্রচার করতে পারি, তিনি আমাদের সেই মনোবল দান করেন যাতে আমরা মন্দতা থেকে উঠে আসতে পারি ও মন্দতা জয় করে পারি। তিনি আমাদের পরিচালনা করেন যেখানে আমাদের হৃদয় মন বন্ধ আছে। দৈনন্দিন চলার পথে আমাদের আরো নিশ্চিত হতে হবে যে, পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি জানেন আমরা প্রতিনিয়ত কি করছি। সেই সাথে প্রতিদিনকার জীবনে আমরা সেই পবিত্র আত্মাকে কামনা করি, তিনি যেন আমাদের পরিচালনা করেন, সুরক্ষা দান করেন, সেই প্রজ্ঞা, জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেন যাতে আমরা ন্যায্যতাকে, পবিত্রতাকে ও ভালোবাসাকে অনুসরণ করতে পারি যা ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জীবন থেকে কামনা করেন। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন॥

ফ্ল্যাট ভাড়া

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ফার্মগেটস্থ ইন্দিরা রোড-এর মনোরম পরিবেশে একটি নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরী করা হয়েছে যা ভাড়া দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত/ভাড়া হবে ১ম থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত, লিফট সহ সকল সুযোগ সুবিধা আছে।

ফ্ল্যাটের বিবরণ: দুই ইউনিট

যোগাযোগের ঠিকানা

অপি হাউজ
৯৪/৫ ইন্দিরা রোড
শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১৫১৫
মোবাইল: 01711428605

বিজ্ঞ/১৬৩/২৩

‘বিশ্ব মা দিবস’ উপলক্ষে এপিসকপাল পরিবার জীবন কমিশনের সভাপতির বাণী

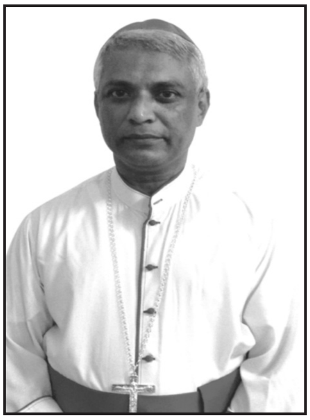

মা দিবসে শ্রদ্ধেয়া সকল মায়ের চরণতলে জানাই শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রণাম
পৃথিবীতে মায়ের ভালবাসা, আদর-যত্ন, শাসন-গঠনে সন্তানের সুনাম।

রবিবার মে ১৪, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সারা বিশ্বে পালিত হবে ‘বিশ্ব মা দিবস’। বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে বিশ্বের সকল মায়েদের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা জানি যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এবং মধুর শব্দটি হলো ‘মা’। মা এমন একটি শব্দ যে শব্দটির অর্থ ও মাহাত্ম্য অত্যন্ত গভীর ও অপরিমাপযোগ্য। মা শব্দটি শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়, এটি একটি সম্পর্কের নাম; মানব জীবনে শ্রেষ্ঠ একটি সম্পর্কের নাম। ‘মা’ ঈশ্বরের অপূর্ব এক সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্টির সেরা জীব যদি মানুষ হয় তাহলে মা হবেন শ্রেষ্ঠতর। যদি বলা হয় কার ভালবাসা স্বার্থহীন ও খাঁটি? তাহলে উত্তর আসে; মায়ের ভালবাসা। আবার যদি বলা হয় কাকে সবাই স্বার্থহীন ও খাঁটি বা প্রকৃতভাবে ভালবাসে? তাহলেও উত্তর আসবে, মাকে। এই সেই মা যার গর্ভে আমরা ছিলাম, প্রতিটি মানব সন্তান মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এমন কী ঈশ্বর নিজেও একটি কুমারী কন্যার গর্ভে জন্ম নিলেন এবং ঈশ্বর পুত্র মানব মুক্তিদাতা যিশুর মা হলেন কুমারী মারীয়া। মায়ের অকৃত্রিম ভালবাসার ও ত্যাগস্বীকারের ফল আমরা, যাঁর জীবনের লক্ষ্য আমরা, যার জীবনের কেন্দ্র হলাম আমরা। এই সেই মা যিনি আমাদেরকে লালন করেছেন, পালন করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন; শুধুমাত্র একটি আশা নিয়ে, আর তা হল মায়ের সন্তান যেন হয় সুসন্তান এবং সন্তানেরা যেন ভাল থাকে। মায়ের সারা জীবনের চাওয়াই হলো তার সন্তান যেন ভাল থাকে। মা হলেন তিনি, যিনি নিজেকে তিলে তিলে শেষ করেন যেন সন্তানকে গড়তে পারেন, যেন সন্তান সারাটি জীবন সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে। সন্তান হিসাবে প্রত্যেকেরই সেই মাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানানো আমাদের কত না উচিত।

বিশ্ব মা দিবস হলো সেই দিন, যে-দিনে সকল সন্তান জীবনের উৎসের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পারে যে, মা ছাড়া তার কোন অস্তিত্ব নেই এই পৃথিবীর আলো-বাতাস, সৌন্দর্য, মানব জীবন-লাভ সে তো মায়ের সবচেয়ে বড় অবদান এবং সেই মায়েদেরকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা-সম্মান জানানোর বিশেষ দিন হল ‘মা দিবস’। প্রতি বছরই মায়েদেরকে সম্মান জানানোর জন্য মা দিবস পালন করা হয়, যে দিনে প্রত্যেক মাকে সম্মান জানানো হয়; শ্রদ্ধা জানানো হয়। তবে মায়েদের ভালবাসা এবং মায়ের প্রতি সন্তানদের ভালবাসা হবে প্রতিক্ষণ, প্রতিদিন এবং তা হবে অমলিন, চিরদিন। মা দিবসে বিশেষভাবে মায়ের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগস্বীকার, আত্মনিবেদন এবং ভালবাসার প্রতি ভক্তি-ভালবাসা প্রকাশ করা হয়। এই পৃথিবীতে মায়ের ঋণ শোধ করা কারো দ্বারাই সম্ভব নয়। মা হলেন আমাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের শুরু এবং শেষ; কেননা জীবনের শুরুতেই সন্তান ‘মা’ বলেই কাঁদে এবং শেষ দিনে মানুষ মাকে’ই স্মরণ করে। মা হলেন আমাদের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধু। মায়ের ভালবাসার মত সত্য ভালবাসা আর কোন সম্পর্কের মধ্যে নেই। সন্তানের যাত্রার চিরসঙ্গী হলেন মা। কেউ পাশে থাকুক বা না থাকুক, মা সর্বদা সন্তানের পাশেই থাকেন। মা হলেন প্রত্যেক মানুষের হৃদ-স্পন্দন। যে স্পন্দন শেষ হলে জীবনের কোন অর্থ থাকে না, জীবনে কোন জীবন থাকে না।

মা দিবসে প্রত্যেক মাকে আবারো জানাই অন্তরের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা-প্রণাম। আজকে সকলেই সন্তান হিসাবে নিজেকে প্রশ্ন করি আমি যেখানে জীবন পেয়েছি, আমার জন্মদাত্রী সেই মাকে আমি কোথায় রেখেছি? প্রার্থনা করি যেন প্রত্যেকজন মা ভাল থাকেন, সুস্থ থাকেন, সন্তানের হৃদ-মাঝারে থাকেন। সন্তান যেন প্রতিদিন বলে- ওমা, তোমায় হৃদ-মাঝারে রাখবো, ছেড়ে যাবো না। মা যেমন সব সন্তানকে আগলে রাখেন, ভালবাসেন; ঠিক তেমনি যেন প্রত্যেক সন্তান মাকে আগলে রাখেন এবং ভালবাসেন। প্রত্যেক সন্তান যেন উপলব্ধি করতে পারেন যে মায়ের তুলনা নেই, মায়ের কোন বিকল্প নেই। যেন বুঝতে পারেন যে; যাকে ভালবাসলে, যার সঙ্গে থাকলে শুধু ভালবাসা এবং আশীর্বাদ পাওয়া যায়, জীবনটা ধন্য হয়ে যায় সে তো মা। পৃথিবীর প্রত্যেক মা যেন সন্তানের ভালবাসায় থাকেন-এই শুভ কামনা এই বিশ্ব মা দিবসে।

বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ
ধর্মপাল, সিলেট ধর্মপ্রদেশ
সভাপতি, এপিসকপাল পরিবার জীবন কমিশন

বিশ্ব মা দিবস

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

'মা' মাত্র এক অক্ষরে গঠিত শব্দ হলেও এর ব্যাপকতা সাগরের চেয়েও বিশাল। এই শব্দের চেয়ে অতি আপন শব্দ আর নেই। জন্মের পর সন্তানের মুখে এই শব্দই বেশি উচ্চারিত হয়। তাই কবি কাজী কাদের নেওয়াজ মাকে কেন্দ্র করে ছড়া লিখেছেন, 'মা কথাটি ছোট্ট অতি জেনে রেখ ভাই, তাহার চেয়ে মধুর নাম ত্রিভুবনে নাই'। ত্রি-ভূবনের সবচেয়ে মধুরতম শব্দ 'মা'। এ ছোট্ট নামেই সব মমতার মধু মাখা। মা'র ভালোবাসাই কেবল এ জগতে নিকষিত হেমের মত নিখাদ অকৃত্রিম। বুক ঝিম করা প্রতিদানহীন। কোনো উপমা, সংজ্ঞায় মায়ের ভালোবাসার পরিধি, আকার, আয়তন ও গভীরতাকে ছুঁতে পারেনি। মা ছোট্ট একটা শব্দ, কিন্তু কি বিশাল তার পরিধি! সৃষ্টির সেই আদিলগ্ন থেকে মধুর এই শব্দটি শুধু মমতার নয়, ক্ষমতারও যেন সর্বোচ্চ আঁধার। বিশ্বের প্রায় ভাষায়ই 'মা' শব্দটি উচ্চারণগত ভাবে সাদৃশ্য রয়েছে। ইংরেজি ভাষায় 'মাদার', জার্মান ভাষায় 'মাতার', ওলন্দাজ ভাষায় 'মোয়েদের', ইতালিয়ান ভাষায় 'মাদর', চীনা ভাষায় 'মামা', হিন্দি ভাষায় 'মাতা', প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় 'মাত', সোয়াহিলি ভাষায় 'মামা', বাংলা ভাষার মত আফ্রিকান ভাষায়ও 'মা' বলা হয়। আমরা মাতৃভাষায় 'মা' বলি। মা'র অনুগ্রহ ছাড়া কোনো প্রাণীরই প্রাণ ধারণ সম্ভব নয়। তাই তো মা আমাদের গর্ভধারণী, জননী। যার জন্য আমরা পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছি। প্রতিটি মা তার সন্তানের দুঃখ-সুখে পরম স্নেহ ও ভালোবাসায় পাশে থাকেন। পৃথিবীতে যদি কেউ নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারেন, তিনি হলেন মা। মায়ের কোনো বিকল্প নেই। মায়ের সঙ্গে পৃথিবীর কেনো কিছুর তুলনা হয় না। প্রতিটি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মা।

মাকে সবাই অনেক ভালোবাসি। হয়তো মুখে বলি না। মা উচ্চারণের সাথে সাথে হৃদয়ের অতল গহীনে যে আবেগ ও অনুভূতি রচিত হয়, তাতে অনাবিল সুখের আবেশ নেমে আসে। প্রতিক্ষণ-প্রতিদিন নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সন্তানদের পৃথিবীতে চলার যোগ্য তৈরি করে দেন যিনি, তিনি মা। মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে। তোমার তুলনা তুমিই মা। তাই দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিন। যতদিন 'মা' বেঁচে আছেন, ততদিন প্রতিটি দিন পালন করুন মা দিবস হিসেবে। মা দিবস প্রতিদিনের। আমরা যে শুধু নিজের মাকে মা বলি তা নয়। পৃথিবী মায়ের মতো। আমরা তো দেশকেও 'মা' বলে ডাকি। দেশের মাটিকে মা জ্ঞান করে আমরা তার পায়ে মাথা ঠেকাই। দেশমাতৃকার জন্য গর্ব করি। মা বিপদে-আপদে সন্তানকে আগলে রাখেন। চলার পথ দেখান। সন্তান যেমনই হোক না কেন, মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে দৃঢ় সম্পর্কের নাম মা। সবচেয়ে পবিত্র ও মধুর শব্দের নাম মা। বিশ্বের সকল মাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

পৃথিবীতে মা যিনি তার সন্তানকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন। শুধু মানব সমাজে নয়, পশু-পাখির মধ্যেও আছে মায়ের মমতা। মায়ের ভালোবাসা। মা শ্বাশত, চিরন্তন একটি আশ্রয়ের নাম। অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা আর গভীর ভালোবাসার আশ্রয়স্থল মা। যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিকরা তুলে ধরেছেন মায়ের ভালোবাসার এই শ্বাশত রূপ। কাজী নজরুল ইসলাম মায়ের চিরায়ত রূপ তুলে ধরে 'মা' কবিতায় লিখেছেন, 'যেখানেতে দেখি যাহা, মা-এর মতন আহা, একটি কথা এত সুধা মেশা নাই।' মা আসলেই এমন একজন, সব হারিয়েও যিনি সন্তানের জন্য ত্যাগস্বীকার করে চলেন আমৃত্যু। মা যেমন সন্তানকে সারা জীবন পরম মমতায় আগলে রাখেন। তেমনই সন্তানের কাছেও মায়ের গুরুত্ব সীমাহীন। জীবনে মায়ের অবদান বোঝাতে বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাই বিভিন্ন সময় নানা ধরনের উক্তি দিয়েছেন। আমেরিকান লেখক মিচ আলবোম বলেছেন, 'মায়ের চোখের চোখে তাকালেই পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্পাপ আর নিখাদ ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায়।' অন্যদিকে ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের ভাষায়, 'সব ভালোবাসার শুরু এবং শেষ হয় মাতৃত্বে।'

মা মানেই মায়া। মা মানেই মমতার অশেষ ঝর্ণাধারা। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা অসীম। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তানের পরম স্নেহে লালন-পালন, অসুস্থতায় নির্ঘুম সেবা-শুশ্রুষা, সন্তানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা। আমাদের জীবন মায়ের ভালোবাসা, অবদানের আর আত্মত্যাগের কথা বলে শেষ করা যাবে না। বিনিময়ে তারা কিছুই চায় না। কিন্তু আমরা যেন মায়েদের স্বীকৃতি, ভালোবাসা আর সম্মান করি। একজন মায়ের মাতৃত্ব, মাতৃস্নেহ সব সন্তানের জন্য সর্বজনীন। মাকে স্মরণ করে অব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, 'মা আমার কাছে দেবদূত। আমি যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু হয়েছি কিংবা যা হতে চাই সবকিছুর জন্যই আমার মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ।' নেপোলিয়নের সেই সর্বজনীন কথাটি খুব প্রসিদ্ধ, 'আমাকে একজন ভাল মা দাও, আমি তোমাদের এক ভাল জাতি উপহার দেব।' কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'মা' কবিতায় লিখেছেন, 'হেরিলে মায়ের মুখ, দূরে যায় সব দুখ। মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরাণ। মায়ের শীতল কোলে সকল যাতনা ভোলে কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান। সন্তানের মুখ চেয়ে তিনি উপবাসও থাকেন। কেন না তিনি যে মা। জগতে যে মানুষটি আপন, পরমাত্মার তিনি হলেন আমাদের মা, যিনি সব সুখে-দুঃখে তার সন্তানকে আগলে রাখেন। মায়ের সিক্ত ভালোবাসায় সিক্ত সন্তানদের পক্ষ থেকে মায়েদের প্রতি রইল পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

তথ্যসূত্র

১. https://samakal.com/tp-kaler-kheya

২. https://www.prothomalo.com

৩. https://www.ittefaq.com.bd/lifestyle/মা-দিবস-প্রতিদিন॥ ৯

মাতৃত্বের মহিমা

রকি রায়

দিনটা ছিল জৈষ্ঠ্যের কোন এক রবিবার। সময় কত হবে সকাল ১০টা বা ১০:৩০। কিন্তু সূর্যদেবের তেজে মনে হচ্ছে ভরদুপুর। মহেশপুর ধর্মপল্লীর অধীনস্থ ফুটকীবাড়ী গ্রামে রবিবাসরীয় প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে মিশনে ফিরছিলাম সাইকেল করে। সাথে ছিল মহেশপুর মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্র রবীন (ছদ্মনাম)। ফুটকীবাড়ি গ্রামটি মিশন থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে। তাই শনিবার বিকেলে আমি একা বা ছাত্রাবাসের একজন ছেলেকে নিয়ে ওইগ্রামে যেতাম প্রার্থনা পরিচালনা করতে। বরাবরের মত প্রার্থনা শেষ করে ফিরছিলাম, হঠাৎ রবীন আমাকে বলল; ব্রাদার, চলুন আমাদের বাড়িতে যাই? কোন কারণ বশত ঐ রবিবার সরকারি ছুটি ছিল, তাই ওর স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না এবং আমারও তেমন কোন ব্যস্ততা ছিল না যেহেতু মিশনে ফিরতে ওর গ্রামটা সামনে পড়বে তাই আমি সম্মতি দিলাম, বেশ তবে চল। চারিদিকে কলাবাগান আর ধানক্ষেত মাঝখানে মাটির রাস্তা, সেই ধরে পৌঁছালাম ওদের বাড়ি। চারপাশে ইটের দেয়াল ওপর টিনের ছাউনি, সামনে খোলা উঠান, রান্না ঘর, গরুঘর, আদর্শ গৃহস্থ বাড়ি বলতে যা বোঝায়। দুজনে সাইকেল রেখে বারান্দায় উঠি। রবীন আমাকে চেয়ারে বসতে দিয়ে বাড়ির লোকজন খুঁজতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন মহিলা সান্তাল রীতি অনুসারে আমাকে একটি কাসা বা পিতলের ঘটিতে জল এনে দিল। আমি তাকে ডোবোক (প্রণাম) করলাম। প্রচুর ঘাম ঝড়েছিল তাই কালক্ষেপণ না করে যতটা পারলাম পানি শেষ করলাম, ভদ্রমহিলা খানিকটা চাপা স্বভাবের। আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে সে উত্তর দিল। রবীন আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল ভদ্রমহিলা ওর মা। খানিক বাদে আর একজন মহিলা হাতে করে দুটো থালা নিয়ে এল, একটির ভেতরে পাকা কাটা আম অন্যটিতে মুড়ি। কেমন যেন আমার মনে হলো দু'জন মহিলার চেহারা একই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি সম্পর্কে রবীনের কি হন? তিনি উত্তর দিলেন বড় মা। আমি ধারণা করলাম হয়ত রবীনের বড় মাসি বা জ্যাঠি। কারণ সান্তালরা বড় মাসি বা জ্যাঠিকে মারাংগো (বড় মা) বলে। কুশলাদি শেষ করে আমি আর রবীন কথা বলছিলাম। জানতে চাইলাম ওদের পরিবারে কে কে আছে। রবীন জানাল ওর বাবা, দুই মা, দুই বড়বোন আর ওরা তিন ভাই। দুই মায়ের হিসেবটা আমি ঠিক মিলাতে পারছিলাম না। যাইহোক মধুমাসে ফরমালিন মুক্ত পাকা আম আর নলকূপের ঠাণ্ডা জল খেয়ে আমরা সাইকেল নিয়ে আবার রওয়ানা হলাম। পথে যেতে আমি রবীনকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার বড় মা তোমার কি হন মাসি বা জ্যাঠি? সে বলল, আমার মাসি। আমি বললাম তার বিয়ে হয়নি? রবীন উত্তর দিল, হ্যাঁ ব্রাদার, আমার বাবার সাথে। আমার তো আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা। আমি রবীনকে ব্যাপারটা খুলে বলতে বললাম। সে নির্দ্বিধায় আমাকে বলল তারা তখনও খ্রিস্টান হননি। ওর বাবার সাথে ওর বড় মায়ের বিয়ে হয়। অনেক বছর সংসার করার পরেও তাদের কোন সন্তান হয়নি। তখন ওর বড় মা নিজেই ওর বাবাকে প্রস্তাব করল যদি তার স্বামী তার ছোট বোনকে বিয়ে করে? এতে করে সেও বাবা হবে এবং রবীনের বড় মাও নিজের বোনের সন্তানদের মা হবে। জানি না কোন চিন্তা রবীনের বড় মাকে এমনটা ভাবতে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু একদিকে ঠিকই ছিল। যদি রবীনের বাবা অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করত এবং ঐ মহিলার ছেলে মেয়েরা কতটা রবীনের বড় মায়ের ছেলে মেয়ে হত সেটা ভাববার বিষয় ছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত রবীনের মায়ের সাথে ওর বাবার বিয়ে হয় এবং তার গর্ভে ৫ জন সন্তান জন্ম নেয়। আমি রবীনকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার দুই মায়ের মধ্যে সম্পর্ক কেমন? সে বলল খুবই ভালো, তারা কখনো ঝগড়া করে না এমনকি তাদের মধ্যে মনোমালিন্যও নেই। ওদের বড় মা ওদেরকে তুলনামূলক বেশি ভালবাসে, যত্ন করে। বিষয়টা আমাকে অনেক ভাবিয়েছে কতটা উদার হলে মাতৃত্বের জন্যে কতটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে একজন নারী তার স্বামীকে তার বোনের সাথে বিয়ে দিতে চায়। হয়ত রবীন বা আমি আমরা জানি না এই ঘটনার আরও বিভিন্ন দিক ছিল কিনা কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে যে সৌন্দর্য্য আমার চোখে পড়েছে, তা হল মাতৃত্ব। সেদিনের পরে আমি আরও অনেকবার গিয়েছি রবীনদের বাড়িতে সব সময় মাতৃত্বের সেই সৌন্দর্য্য আমার চোখে পড়েছে হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

পাঠক, যদি জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে উপন্যাস পড়েছেন সেই উপন্যাসের শুরুর দিকে একটি নারী চরিত্র আছে কাশেম শিকদারের বউ ছমিরন বিবি। দুজনের ছোট সংসার সব কিছু আছে শুধু সুখ ছিল না। কারণ তাদের কোন সন্তান ছিল না। তাই ছমিরন বিবি স্বামীকে আরেকটি বিয়ে করতে বলে। নিজের হাতে স্বামীকে বর সাজিয়ে, হাতে মেহেদি মাখিয়ে বিয়ে করতে পাঠায় ছমিরন বিবি। বিয়ের রাতেই বাড়ির কাছের পুকুর পাড়ে ফুটে থাকা ধুতুরা ফুল খেয়ে আত্মহনন করে ছমিরন বিবি। যেখানে আমরা আমাদের একটা ছোট পছন্দের জিনিস ছাড়তে পারি না, সেখানে মায়েরা মাতৃত্বের জন্যে, সন্তানদের জন্যে নিজের আজীবনের সঙ্গীকেও অন্যের কাছে তুলে দিতে পারে। যা করেছে রবীনের বড় মা। জীবনের গল্প যে উপন্যাসকেও হার মানায় তা দেখা যায় রবীনের বড় মায়ের জীবনে।

নারীরা আরো পরিষ্কার করে বললে মায়েরা এমনই হয় মাতৃত্বের জন্যে এবং সন্তানদের জন্য সব করতে পারে। পুরুষেরা বা বাবারা একটি নির্দিষ্ট সময় পরে চাকুরী বা কাজ থেকে অবসর নেয়। কিন্তু মায়েরা আজীবন তাদের দায়িত্ব চালিয়ে যায়। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সেবাকারিণী, মা হিসেবে সন্তানদের পরিচর্যাকারী, বৃদ্ধা বয়সে নাতি-নাতনীদের লালন পালনকারী মায়েদের দায়িত্ব যেন শেষ হয় না। মায়েরা বিনাবেতনে নিয়মিত শ্রম দিয়ে যায় সংসার নামক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কার্যালয়ে। তাদের কোন সাপ্তাহিক ছুটি বা বেতন ভাতা নেই। ওভারটাইম তো প্রতিদিনই করতে হয়। এত কিছু সম্ভব হয় মাতৃত্বের তাগিদে। আজকাল সামাজিক গণমাধ্যম ফেইসবুকে অনেক সুন্দর পোষ্ট দেখা যায় মাকে নিয়ে যেমন: ছোট বেলায় ছেলেমেয়েরা মাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে আমার মা, আমার মা বলে অন্যদিকে মা যখন বৃদ্ধা হয় তখন সন্তানেরা মাকে একে অপরের উপর চাপিয়ে দেয় তোমার মা, তোমার মা বলে। আবার একজন মা সমস্ত ত্যাগস্বীকার করে অনায়াসে ৫ সন্তানের দায়িত্ব নিতে পারে, অন্যদিকে সন্তানেরা বড় হয়ে ৫ জন মিলে একজন মায়ের দায়িত্ব নিতে পারে না।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি চর্চিত ধর্মগুলো মাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে ইহুদী এবং খ্রিস্টান ধর্মে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞায়, ঈশ্বরের পরে পিতা মাতাকে সম্মান দেয়ার আজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আবার ক্রুশবিদ্ধ যিশু মৃত্যুর আগে তার বিধবা মায়ের দায়িত্ব তার প্রিয় শিষ্যের হাতে দিয়ে যান, যেখানে মায়ের প্রতি তার চিন্তা ও যত্নের মনোভাব ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে হাদিসে বর্ণিত আছে, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত"। হিন্দু শাস্ত্র জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছে। পরিতাপের বিষয় এত সুন্দর অমৃতবাণী থাকা সত্ত্বেও, মায়েদের এত ত্যাগ তিতিক্ষার পরেও পৃথিবী নামক এই সভ্য গ্রহে অনেক নিকৃষ্ট গালাগালগুলো মা শব্দটিকে জড়িয়ে। যেখানে মায়েরা এত সম্মান সমাদার পাওয়ার যোগ্য, সেখানে মায়েরা আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেলফি তোলার উপকরণ। মায়েদের প্রতি যত্ন আর ভালবাসা আজ শুধু প্রকাশ পায় মা দিবসে মায়ের সাথে ছবি তুলে আবেগঘন পোষ্টে, অন্যদিনগুলোতে মা একাকীত্বে থাকলেও তার খোঁজ নেওয়ার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই হয় না আমাদের। আমাদের জীবনে মা দিবস বা মাকে নিয়ে দিবস হওয়া উচিত প্রতিদিন, কারণ মাকে ছাড়া আমাদের একটি দিনও চলে না। আমরা মায়ের দূরে বা কাছে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সবসময় মায়ের হৃদয়ে থাকি। তাই মা দিবসে মাকে নিয়ে একটু বিশেষ করে ভাববার, মাকে সময় দেবার, মায়ের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা বিশেষ দিবস বা উপলক্ষ্য হয়ে উঠুক। ভালো থাকুক পৃথিবীর সব মা, সমস্ত বন্ধা মা, বিধবা মা, স্বামী পরিত্যক্তা মা, বিবাহ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত মা, পতিতা মা, সিঙ্গেল মা, রবীনের মা, আমার মা, আপনার মা ও স্বর্গবাসী মা। শুভ ও মঙ্গলকর হোক মা দিবস॥

মা

রনেশ রবার্ট জেত্রা

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে হাজারো শব্দের মধ্যে 'মা' শব্দটি সকলের কাছে নিজস্ব ভাষা অনুসারে অতি পরিচিত একটি শব্দ। বিভিন্ন জাতি বা ভাষার মানুষের কাছে নিজস্ব ভাষায় "মা" শব্দটি অনেক মধুর এবং আবেগীয় একটি শব্দ। মা শব্দটির মধ্যে মিশে আছে স্নেহ মাখা ভালোবাসার আবেশ। অর্থাৎ মা শব্দটি উচ্চারণ করলেই মনে পড়ে মমতাময়ী মায়ের ভালোবাসার কথা। মনে পড়ে যায় ভালোবাসার অপর নাম মা।

মমতাময়ী ভালোবাসার এই মানুষটির প্রতি বিশেষ সম্মান দেখিয়ে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে পালিত হয় "বিশ্ব মা দিবস"। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান দেখানের জন্য যদিও কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না। তথাপি আমরা সকলেই আমাদের নিজেদের মায়ের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করি না।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা হলো শর্তহীন বা স্বার্থহীন। প্রথমত, মায়ের ভালোবাসার কথা বলতে গেলে বলা যায় এভাবে, তিনি যখন আমাদের জীবনকে গ্রহণ করে স্রষ্টার সৃষ্ট বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর সৌন্দর্য্যকে দেখার সুযোগ করে দেন, তখন তিনি কোন শর্ত আরোপ না করে বা কোন স্বার্থ ছাড়াই তিনি পরম পিতার কাছ থেকে আমাদের জীবন গ্রহণ করেন। সন্তানের জন্মদান করেই তিনি তার এই শর্তহীন এবং স্বার্থহীন ভালোবাসার ইতি টানেন না। বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন তিনি সন্তানকে ভালোবেসে আদর, সেবা-যত্ন এবং লালন-পালন করে থাকেন। যা সন্তানকে মানসিক বিকাশে এবং মূল্যবোধে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। সন্তানদেরকে মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং মূল্যবোধে গঠিত করতে তিনি কোনো শর্ত বা স্বার্থের প্রত্যাশা করেন না। বরং তিনি স্বার্থহীনভাবেই ভালোবেসে যান। এক্ষেত্রে আমরা একজন সন্তান হিসেবে নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি এই ভাবে, আমি বা আপনি কি একজন সন্তান হিসেবে মায়ের সেবা-যত্ন, তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে অর্থাৎ তাকে ভালোবাসতে গিয়ে কোন শর্ত আরোপ করি কিংবা স্বার্থের অন্বেষণ করে থাকি?

পরিবারের সদস্য এবং সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা এমনই এক স্বার্থত্যাগী ভালোবাসা যেখানে আমাদের প্রত্যেকের মা-ই করে থাকেন। তারা নিজের সন্তানদের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জীবনকে সহজ- সুন্দর, নিরাপদ ও আরামপ্রদ করে তোলার লক্ষ্যে নিজের জীবনের সব ইচ্ছা, চাহিদা, প্রয়োজন, পছন্দ, ভালো লাগা, আরাম-আয়েশ, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা সবকিছুই ত্যাগ করে থাকেন। তিনি সর্বদা সন্তানের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ইচ্ছা বা স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করেন। তিনি নিরন্তর ভালোবাসা ও সেবা-যত্ন দিয়ে যান। বিনিময়ে তিনি কোনো কিছুই আশা রাখেন না কিংবা নিজের স্বার্থের কোনো কিছুই ধরে রাখেন না। বরং তিনি সন্তানের ও পরিবারের সদস্যদের মঙ্গলার্থে নিজের জীবনকে নিঃশেষ করে দেন। পরিবারের সকলের মঙ্গলার্থে ভালোবাসার কমতি রাখেন না।

মায়ের ভালোবাসা হল নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এই আশ্রয় কেন্দ্রের আবর্তন বেষ্টনী সীমাহীন। মমতাময়ী মা ছাড়া সন্তানকে কে দিতে পারে এমন নিরাপদ আশ্রয়? সন্তান যখন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে তখন মা যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন যে-কোনো সন্তানই মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা যখন নিতান্তই ছোট ছিলাম তখন আমরা ছিলাম অসহায় প্রাণীর মতো। তখন যদি মা তার সন্তানকে আদর যত্ন এবং ভালোবাসা না দিতেন তাহলে সে সন্তান কি নিরপত্তাহীনতায় ভোগতেন না? নিশ্চয় ভোগতেন এবং সে সন্তান অসহায়ত্ববোধ অনুভব করতো। ছোটকাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রত্যেক মায়েরা যে নিজ সন্তানদেরকে অবিরতভাবে ভালোবাসা, আদর-সোহাগ, মায়া-মমতা, দিয়ে আগলে থাকেন তা অনস্বীকার্য। মায়ের এমন ভালোবাসার জন্যই প্রত্যেক সন্তানের কাছে প্রত্যেক মা-ই একটি নিরাপদ আশ্রয় হয়ে ওঠেন। মা তো মা-ই। তিনি যেকোনো উপায়েই তার সন্তানকে নিরাপত্তা দিতে চেষ্টা করেন।

মায়ের ভালোবাসায় নাইকো কোন ছলনা, তাই তো তার ভালোবাসার হয় না তো তুলনা। সত্যিকার অর্থেই তা-ই। যে সন্তান মায়ের ভালোবাসা অন্তর দিয়ে অনুভব করে সে সন্তান মাত্রই তা বুঝতে সক্ষম। একবার এক সন্তান বিধবা মায়ের কাছে একটি স্মার্ট ফোন কিনে দেওয়ার আবদার করেছিল। তার মাও তাকে তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো, সে ছেলেটি একটি হোস্টেলে থাকতো ফাদারদের অধীনে। তাই সেখানে কোনভাবেই ব্যক্তিগত মোবাইল ব্যবহারের সুযোগ ছিল না। কিন্তু ছেলেটি লুকিয়ে ব্যবহার করার জন্য মাকে ফোন কিনে দিতে বলেছিল। এই কথা তার মা ভালোভাবেই জানতেন যে, হোস্টেলে ফাদার যে নিয়ম-নীতি পালন করতে বলেন তা ছেলেদের মঙ্গলের জন্যই তা বলেন। তাই তার মা কোন ভাবেই সে বয়সে তাকে মোবাইল কিনে দিতে রাজি ছিলেন না। তাছাড়া তার মা অন্যের ঘরে কাজ করে যে টাকা পেত তা সংসারের খরচ এবং হোস্টেলের এবং স্কুলের বেতনেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তার মা ছেলের ইচ্ছা পূরণে অর্থাৎ স্মার্টফোন কেনার জন্য একটু একটু করে টাকা জমিয়ে রাখতেন। ছেলেটা যখন ছুটিতে বাড়িতে আসতো তখন প্রায় সময়ই সে মায়ের সাথে রাগারাগি করে বকা দিত এবং মাকে ছলনাময়ী বা মিথ্যাবাদী বলে সম্বোধন করতো। কিন্তু তার মা নীরবে তা সহ্য করতেন। একদিন ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফলের দিনে ছেলেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ছেলের হাতে তার জমানো ৩০,০০০ টাকা তুলে দিলেন যেন সে স্মার্টফোন কিনে নিতে পারে। ছেলেটি মায়ের সাথে যে খারাপ ব্যবহার করেছিল তার জন্য সে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। ছেলেটি বলছিল যে, মায়ের দেওয়া টাকা দিয়ে আমি (ছেলে) সেদিন স্মার্টফোন না কিনে আমি ছোট একটি বাটন ফোন কিনেছিলাম। কারণ, মা আমার ভালোই চেয়েছিল। আমি অনার্স ২য় বর্ষে স্মার্টফোনটা কিনেছিলাম।

সুতরাং, ঘটনাটি একটি সত্য ঘটনা। ঘটনাটি আমি উল্লেখ করেছি এর জন্যই যে, বর্তমান বাস্তবতায় আমরা যারা সন্তান রয়েছি আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ধরণের আচরণ দ্বারা নিজের মাকে কষ্ট দিয়ে থাকি। আমরা অনেক সময় মায়ের ভালোবাসা বুঝতে চাইনা। ফলশ্রুতিতে, আমরা বিষয়টি না বুঝে অনেক সময় মায়ের মনে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকি। কিন্তু মা যে সর্বদা গ্রহণীয়, সাহায্যকারী এবং ভালোবাসার মানুষ তা আমাদের বুঝতে হবে। তিনি সন্তানের সবকিছুই অর্থাৎ সন্তান ভুল করলেও তিনি সর্বদা ক্ষমা করেন, হোক সে সন্তান একজন অপরাধী। মায়ের ভালোবাসায় কোনো ছলনা থাকে না। তিনি জানেন সন্তানকে কোন সময়ে বা পর্যায়ে কোন জিনিসটি দিতে

হবে এবং কিসে তার সন্তানের মঙ্গল হবে। কিন্তু আমরা সন্তান হিসেবে অনেক সময় তা বুঝতে চাইনা।

একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন এই ভাবে, "ভালোবাসা মঙ্গলময়, ভালোবাসতে জানাই হচ্ছে সবকিছু জানা"। সত্যিকার অর্থেই কথাগুলোর যথার্থতা রয়েছে। এক্ষেত্রে মা হলেন ভালোবাসার আরেক নাম। যে ভালোবাসায় একজন সন্তান মঙ্গলকর কিছু খুঁজে পায়। অর্থাৎ, একজন মায়ের ভালোবাসায় রয়েছে সন্তানের প্রতি কিছু মঙ্গলকর বাসনা। যে নিজের মাকে জানতে পারে অর্থাৎ যে সন্তান মায়ের ভালোবাসা বুঝতে পারে বা জানতে পারে প্রকৃতপক্ষে সে সন্তান অন্য মানুষকেও সহজে ভালোবাসতে জানে। কারণ ভালোবাসতে জানার অর্থই হলো নিজেকে নতুন করে জানা বা নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি, আমি বা আপনি কি সত্যিকার অর্থেই মায়ের ভালোবাসা জানার চেষ্টা করি বা করছি? আমরা কি বুঝতে পেরেও অবহেলা করছি? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা তখনই পাবো যখন সন্তান হিসেবে আমরা নিজেদের মায়ের ভালোবাসা সচেতনভাবে অনুভব করবো বা তাদের প্রতি যত্নবান হবো।

বর্তমান বাস্তবতায় লক্ষ্যণীয় যে, আমরা যারা সন্তান রয়েছি, আমাদের মধ্যে অনেকেই আজ মায়ের প্রতি অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করে থাকি। যে মা যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজের সাধ্য মতো নিজের ভালো বা পছন্দ লাগা কিংবা সুখ, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সন্তানকে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সর্বোত্তম ভালোটা দিতে চেষ্টা করেন আমরা আজ সন্তান হিসেবে কতজনইবা মাকে আমাদের ভালোবাসার সেবা বা যত্নটুকু দিচ্ছি? বরং আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের স্বার্থ মিটানোর পর অবশিষ্ট যা থাকে তা-ই দিয়ে মানুষের সামনে মাকে ভালোবাসার ভান বা অভিনয় করে থাকি। যে মা সন্তানের নিরাপত্তা দিয়ে সারাটা জীবন সন্তানের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে তার লালন-পালন করে জ্ঞানে-বুদ্ধিতে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, সেই মাকে আমরা কি আমাদের সেবা-যত্ন দিয়ে তার নিরাপদ আশ্রয় হতে চেষ্টা করি? বরং এমনও সন্তান রয়েছে যারা নিজেদের স্বার্থের বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্বার্থপরের মতো মায়ের বৃদ্ধ বয়সে তাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসে বা তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে বাধ্য করে।

যে মা সন্তানের কষ্টের সময় সর্বদা বটবৃক্ষের ন্যায় ছায়া হয়ে সন্তানকে আগলে থাকে সে মায়ের কষ্টের সময় অর্থাৎ মা যখন বয়সের ভারে ক্লান্ত তখন সন্তান হিসেবে আমি কি তার পাশে থাকি? নাকি সম্ভব হলে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি? যে মায়েরা নিজেদের সন্তানদের জীবনকে সহজ, সুন্দর, নিরাপদ ও আরামপ্রদ করে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর পরিশ্রম করে বা তিলে-তিলে নিজেদের জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়েছে বা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, সে মা কি আজ নিজের সন্তানদের কাছে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-সম্মান এবং মর্যাদা পাচ্ছে? আমরা প্রতিটি মায়ের সন্তান হিসেবে বিষয়গুলো নিয়ে আজ ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন করতে পারি। আমরা অনেকেই অনেক সচেতন বা অচেতন ভাবেই হোক নানান ব্যস্ততায় মায়ের ভালোবাসা ভুলে যায়। তাই প্রতিটি সন্তানই যেন নিজেদের মাকে একটু সময় দিয়ে তাদের পাশে থেকে তাদের ভালোবাসা অন্তরে অনুধাবন করতে পারে।

আজ আমাদের মায়েদের ভালোবাসাকে পরিবারে এবং সমাজে আমরা কি স্বীকৃতি দিচ্ছি? যে মা সন্তানের কোনো সমস্যা হলে পাশে গিয়ে সমস্যার কথা জেনে নিয়ে তা সমাধানে চেষ্টা করতেন সে মায়ের যখন শারীরিক-মানসিক যত্নের প্রয়োজন কিংবা সমস্যায় ভোগছেন তখন আমি বা আপনি কি নিজের মায়ের শারীরিক-মানসিক যত্ন নিয়েছি বা নিচ্ছি কিংবা তাদের পাশে বসে সমস্যার কথা জানার চেষ্টা করি? এইসব প্রশ্ন নিয়ে মায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন কিংবা মায়ের প্রতি সন্তান হিসেবে আমার বা আপনার ভালোবাসার প্রতিদান কেমনতর দৃষ্টিভঙ্গি তা ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন করার বিশেষ সময় বা সুযোগ খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

বিশ্ব মা দিবসে বিশ্বের সকল মাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ শুভেচ্ছা জানাই। বিশ্ব মা দিবসে সন্তান হিসেবে আমাদের এখন থেকে অঙ্গীকার হোক সকল মাকে ভালোবাসা পূর্ণ সেবা-যত্ন করার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের॥ ৯

পারিবারিক জীবনে ভাষাগত শালীনতা অপরিহার্য

অসীম বেনেডিক্ট পামার

আমাদের ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক জীবনে ভুল বোঝাবুঝি, ভাষার সমস্যা, প্রজন্মের ব্যবধান, বিভিন্ন সামাজিক উত্থান বা অবস্থানগত তারতম্য থাকতেই পারে কিন্তু জীবনের চলার পথে ভাষাগত শালীনতা অপরিহার্য। যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয় সেটা হলো কথা বলার ধরনকে সঠিকভাবে পরিবেশন করা।

ভালো সম্পর্ক, যে কোনো কাজকে সহজ করে তোলে। কিন্তু সত্য হল মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই কার সঙ্গে কথা বলছি? মানুষের পাঁচটি আঙ্গুল যেমন সমান নয় ঠিক তেমনি পরিবারের সকলের মানসিকতাও এক নয়। ভেবে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলা ভালো কিন্তু বলে ভাবাটা বাঞ্চনীয় নয়।

পরিবারে, যখন কোন শব্দ বা বাক্যের অপব্যবহার শুরু হয়, তখন সেসকল বাক্য অনেক সময় হয়ে ওঠে অসঙ্গতিপূর্ণ। অপ্রীতিকর, অসম্মানজনক। পারিবারিক পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। মূলত আমাদের সমাজব্যবস্থায় এই সকল অপ্রয়োজনীয় উপাদান বা ঘটনার শিকার হয়ে থাকে পরিবারের বয়োবৃদ্ধ মানুষ কিংবা অনেক সময় স্ত্রী যিনি একেবারে নুতন এক পরিবারে সদ্য পদার্পণ করেছে। আমাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার হার খুবই কম।

অবচেতন মনে পরিবারের প্রধানসহ সম্মানিত সকল সদস্যদের মধ্যে নিজ নিজ ব্যর্থতার তালিকা প্রতিনিধিত্ব করতে উৎসাহহীনতা কিংবা আলোচনার সময়টা হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়। পরিবারের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমাসুলভ মানসিকতা থাকা উচিৎ। পরিবারের প্রত্যেক মানুষের জীবদ্দশায় তারা একটা সময় আতিবাহিত করে যেখানে তাদের অগ্রহণযোগ্য লক্ষণগুলো অপরিবর্তনশীল, সেই লক্ষণগুলোকে বলা যায় ডাক্তারি ভাষায় Diabetics, which means life should be controled but cannot। পরিবারের প্রতিটি সদস্য ইতিবাচক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিলে বিষয় যাই থাকুক না কেন পরিবেশ ব্যাহত হবে না। মানুষ মাত্রই ভুল করে কিন্তু সামগ্রিক ক্ষমাশীল মনোভাব বজায় রাখলে জীবনটা সহজ হয়ে যায়, জীবন হয় সুন্দর।

জীবন একবারই আসে, সময়ের অপেক্ষায় না থেকে বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে অনুশোচনার মানসিকতা পরিবেশকে স্বাভাবিকরণে সচেষ্ট হওয়া যুক্তিসংগত, তবেই জীবন হবে সুন্দর এবং আশীর্বাদিত। সবাইকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ইংরেজিতে যাকে বলে Family stays together, prays together and lives together.

বাংলাদেশ স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলী ও এর ভবিষ্যৎ

ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর ইতিহাস পাঁচশত বছরের অধিক। বিদেশী মিশনারী যাজকদের দ্বারা এই মণ্ডলীর প্রচার শুরু ও এর পরবর্তী অগ্রযাত্রা ও পরিযাত্রা। কালক্রমে ধীরে ধীরে এর বিস্তৃতি ঘটে এবং এক পর্যায়ে পরিপক্ক স্থানীয় মণ্ডলীতে রূপ নেয়। এক দুই করে বর্তমানে বাংলাদেশ ভূখণ্ডেই এখন ৮টি ধর্মপ্রদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পর ৪টি থেকে বিগত ৩৫ বছরে আরো ৪টি ধর্মপ্রদেশ যুক্ত হলো। শোনা যাচ্ছে আরো দু-একটা ধর্মপ্রদেশ হওয়ার প্রস্তুতির পথে ও ঘোষণার অপেক্ষায়। তাছাড়া বড় বড় ধর্মপল্লীগুলো থেকে আলাদা করে এবং কিছু কিছু নতুন এলাকায় খ্রিস্টভক্তদের সেবা দেওয়ার জন্য বেশ অনেকগুলো ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান -এর সংখ্যা বাড়লেও খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীর সংখ্যা অতিব নগণ্য। শতে একজনও না। সংখ্যা নগণ্য হলেও অঞ্চলে অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ যিশুর কথা মত বৃহত্তর সমাজের কাছে আলো ও লবণ হয়ে যে ভূমিকা ও সাক্ষ্য রেখে এসেছে তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে হয়। আমরা অতীতের মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে বিশ্বাসীভক্তজনদের ত্যাগ ও সেবা, নেতৃত্ব ও নৈতিকতা, আদর্শ ও খ্রিস্ট জীবন সাক্ষ্যের জন্য কৃতজ্ঞ।

সেই ধারাবাহিকতায় চলার চেষ্টা থাকলেও বর্তমান গ্লোবাল পরিবর্তিত বৈষয়িক প্রেক্ষাপটের কারণে সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণে আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর অবস্থা ও অবস্থান বেশ কিছু দিকেই ভিন্ন ও পরিবর্তিত চিত্র লক্ষণীয়। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে জগতের কাছে আমাদের মৌলিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে আলো ও লবণের যে পরিচয় সেখানে মনে হয় অনেকটা ক্ষীণ ও নোনতাবিহীন অবস্থায় আছি। আমরা এখন এমন একটা যুগে বাস করছি যখন জগতের মূল্যবোধগুলো আমাদের এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে যার দ্বারা মণ্ডলীর সব পর্যায়ের আমরা বিশ্বাসীজনেরা বিভিন্নভাবে আবিষ্ট ও আক্রান্ত। বিগত কয়েক দশকের এই বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির যুগে আমরা কোভিড-করোনার চেয়েও বেশী আরো কয়েকটা অসুস্থ মানবিক, মনস্তাত্বিক ও সামাজিক ভাইরাস দ্বারা অক্রান্ত।

বৈষয়িক জগতের সাথে মণ্ডলীকে রেখেই বলছি সার্বিকভাবে আমরা আমাদের জীবন এমনভাবে কাটাচ্ছি যেন আমাদের সামনে আর কোন কাল নেই, আমরা এমনভাবে ভাবছি যেন আমাদের সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমরা এমনভাবে চলছি যেন আমাদের সামনে আর কোন পথ নেই অর্থাৎ 'জীবনের মানবিক প্রাণটা যেন শেষ হওয়ার পথে। **প্রথমত** মহাকালের মধ্যে মনে হয় যেন আমরা এক 'মহা ব্যস্ততা'র যুগে রয়েছি। কি নিয়ে আমরা ব্যস্ত সেই বিচার শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। প্রকৃত কাজের জন্য আমরা কি ব্যস্ত, না আমরা নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখি এই পার্থক্য আমাদের জানা নেই। কোনটা প্রয়োজনীয় আর কোনটা অপ্রয়োজনীয়, কোনটা অকাজ আর কোনটা কল্যাণ কাজ সেটার নির্ণয়জ্ঞান প্রয়োগ হচ্ছে না। **দ্বিতীয়ত** হলো আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপরতার মনস্তাত্বিক ঘোরে আমরা আর একটা জাগতিক মূল্যবোধ নিয়ে এখন শিখরে অবস্থান করছি। অতিরিক্ত স্বার্থপর চিন্তা নিস্বার্থ চেতনাবোধকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। মনে হয় যেন আমাকেই সব কিছু সেরে যেতে হবে, মনে হয় যেন আমি অপরিহার্য, মনে হয় যেন আমার বাচাটাই খুব দরকার, মনে হয় যেন যে ভাবেই হউক আমাকে ভবিষ্যতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতে যা দরকার তা করে যেতে হবে। এর ফলে মানবিক সম্পর্কের ভয়ানক অবনতি ঘটছে। **তৃতীয়ত** আর একটা বিষয়ে আমরা সেই শিখরে রাজমুকুট ধারণ করে আছি আর সেটা হলো উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা। 'যে যাই বলুক ভাই আমার সোনার হরিণ চাই'। ভ্রুক্ষেপ না করার, গুরুত্ব না দেওয়ার, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার ও নিজেকে লুকানোর ও বাঁচানোর এখন সব চেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা। উদাসীনতা হলো শুধু নিজে বাঁচতে চাওয়া। উদাসীনতা হলো উদারতার মৃত্যু। মুল বিষয়টা হলো শুন, চুপ থাক আর নিজের মতই ভাব। এই মানসিকতায় আমরা ব্যক্তি, নেতা-নেত্রী অনেকেই একই নৌকার যাত্রী। এইগুলো দায়িত্বের ও ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা। **চতুর্থত** হলো অস্থিরতা। সবচেয়ে বড় অস্থিরতা হলো যে, মানুষের মন দুরন্ত হয়ে গেছে। মনকে ধরে রাখতে পারছে না। মন কি চায় তা সে নিজেও জানে না। কিন্তু অজানা এই জন্তুটাকে বধ করতে পারছেনা কারণ এর জন্য যে বড় অস্ত্র দরকার সেই ধীর-স্থির, ধী-ধীমান হওয়ার ধার কমে গেছে। যার ফলে এই অস্থিরতা আমাদের হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই বাহ্যিক অস্থিরতা আর কিছু নয় সেটা হলো অন্তর মনের অশান্তি ও শৃংখলাবোধের অভাব। আসলে মন-মানসিকতায় চিন্তা-চেতনায় স্থিরতার অভাবই কিন্তু এই মন চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার কারণ। নদীতে চর পরলেই পানির স্রোত বিভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। মানুষের মনস্তত্বে বৈষয়িক আশ্রয়-বিষয়ের চর পরায় এই স্থিরতার খরা। এটা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের অভাব থেকেও ঘটে। **পঞ্চমত** আর একটা মনস্তাত্বিক চেতনাবোধের বেসামাল অবস্থা হলো সততা ও ন্যায়-নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়। এটা বর্তমানে মারাত্মকভাবেই সবকিছুর তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। নৈতিক শিক্ষা ও শক্তির অভাব থেকেই এর স্খলন ঘটে। এই সততা ও নৈতিকতার স্খলনের কারণে মানুষ দুর্বিনীত ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে আর নিজেকে বাঁচানোর জন্য বাঁকা পথ নিতে দ্বিধা করে না। নৈতিক দুর্বলতায় চাতুরতা বৃদ্ধি পায়। তারপর **ষষ্ঠত** আর একটা বড় অভাব হলো লক্ষ্যহীন ও দিকদর্শনহীন জীবন। দেখা যায় চলনে-বলনে জীবনে প্রচণ্ড গতি রয়েছে কিন্তু কোন্ গন্তব্যে চলছি তার কোন নির্দিষ্ট দিকদর্শন নেই। বর্তমানে সুক্ষ ও গভীর চিন্তা চেতনার মহা খরা চলছে। আসলে চিন্তা চেতনা যত গভীর হবে তার দুরদৃষ্টির তত ব্যাপ্তি ঘটে, প্রগতির চিন্তা থাকবে। কিন্তু বর্তমান যুগলক্ষণ বিশ্লেষণ করে কে দেখাবে সঠিক দিক দর্শন!! আমরা যদি সবায় সেই স্বার্থপরতা, উদাসীনতা, অস্থিরতা ও অসততায় আক্রান্ত থাকি তা হলে এর গন্তব্য ও ফলাফল কি হবে!

এই বিষয়গুলো বর্তমান বাস্তবতায় সর্বজনীনভাবে সবার মধ্যে মণ্ডলীর আমাদেরকেও অর্থাৎ বিশপ, ফাদার, ধর্মব্রতী-ধর্মব্রতিণী সবাইকে রেখেই মুল্যায়ন করার সুযোগ রয়েছে। কোভিড-করোনা যেমন কাউকে ছাড়েনি তেমনি এইগুলো যে আমাদের ধরেনি তা বলা যাবে না। খ্রিস্ট প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর পরিচালনার কাজে তিনি পবিত্র আত্মাকে দিয়ে গেছেন। তিনিই ধীমান ও দ্রষ্টা। অবনত হয়ে তার পরিচালনায় চললে আমরা সঠিক অবধারণ দৃষ্টি ও শক্তি পাব। কিন্তু তার উপর পুরোপুরি আত্মনিবেদিত না হয়ে বরং তার স্থানে যদি

আমি গিয়ে বসি ও আমার মত-পথ ও রথ চালাই তা হলে নির্দ্বিধায় তা হবে এক মহা ভ্রান্তি। বর্তমানে আত্ম-ভাবনা থেকে সামগ্রিক মঙ্গলসমাচার ও পবিত্র মণ্ডলী সত্য শিক্ষার ভাবনায় যদি সক্রিয় না হওয়া যায়, নিরর্থক অস্থিরতা বাদ দিয়ে যদি ধ্যানী-জ্ঞানী ও ধীর-স্থির না হওয়া যায়, পদ-পদবীর প্রভাব, মোহ ও ক্ষমতার বৃত্ত-ব্যূহ থেকে বেরিয়ে নিরহংকারী হয়ে সামগ্রিক কল্যাণকে দর্শন হিসাবে ধারণ করা না যায়, সর্বোপরি নির্লিপ্ত, সংকীর্ণ অন্ধ-পক্ষপাতদুষ্টতা ও অস্বচ্ছতা থেকে বেরিয়ে সত্যোপলব্ধিতে যদি চলা না যায় তা হলে মণ্ডলী ও ভক্তমণ্ডলী শুধু বিশ্বাস ও আদর্শের সংকটে নয় বরং জগতের কাছে ঘোরতর ভাবমূর্তির সংকটে পরবে।

বিগত ৫০ বছরে একটা হিসাব যদি আনি তাহলে দেখতে পাই দেশের জনসংখ্যা যেভাবে বেড়েছে সেই হারে আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীর জনসংখ্যা বাড়েনি। এমনিতেই আমাদের খ্রিস্টান পরিবারে সন্তানের জন্মহার কম তারপর আবার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবনতা অনেক বেশী। একটা বড় সংখ্যা বিগত ১৫/২০ বছরের মধ্যে দেশ ছেড়ে বিদেশে স্থায়ীভাবে চলে যান। ধর্মপল্লীগুলোতে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বর্তমান জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের পরিসংখ্যান দেখলে এটাই পরিষ্কার ফুটে উঠছে যে বিগত পঁচিশ তিরিশ বৎসর থেকে এখন এই সংখ্যা কতটা নেমে গেছে। শুধু ঢাকার একটা ধর্মপল্লীর উদাহরণ দেই। বিগত তিরিশ বৎসর পূর্বে যেখানে দেড় হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসী স্থায়ীভাবে বাস করতো এখন সেই ধর্মপল্লীতে পাঁচশরও কম। এই রকম অবস্থা অধিকাংশ ধর্মপল্লীগুলোতে। দুই একটা ধর্মপ্রদেশ ছাড়া অধিকাংশ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলোর চিত্র অনেকটা এই রকম। অবশ্যই এটা সত্য যে বিশ্বায়ন ও শহরায়নের ফলে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদেই স্থানান্তর, দেশান্তর ও শহরান্তর হয়েছে ও হচ্ছে। এর ফলে ভাব-বিশ্বাসেরও কম ভাবান্তর ঘটেনি।

এইগুলো একটু মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। দেখা যাক কতজন আর ধর্মপল্লী ছেড়ে অন্যত্র বা দেশ ছেড়ে চলে গেছে? কতজনইবা আবার ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে নতুন খ্রিস্টান হয়েছে? কয়েকটা ধর্মপ্রদেশে হয়তোবা কিছু নবদীক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে তবে তা অতীব নগন্য। কিছু অতীব সত্য ও বাস্তব ও দুঃখজনক দিক হলো আমরা কি জানি কতশত বা কত হাজার কাথলিক খ্রিস্টান বিশ্বাস ত্যাগ করেছে? সংখ্যাটা কিন্তু কম নয়। ভ্রান্ত মতাবলম্বী যিহুবা হওয়ার একটা সংখ্যা তো আছেই তারপর যেটা সবচেয়ে অবাক করার বিষয় আর সেটা হলো কয়েক হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসী মুসলমান হয়ে গেছে। আর এর কুপ্রভাবটা সবচেয়ে বেশী পরেছে মিশ্র বিবাহের মাধ্যমে। বর্তমানে মিশ্রবিবাহের যে মাণ্ডলিক বিধি বিধানগুলো রয়েছে সেইগুলো যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক শিথীলতা রয়েছে। উপরন্ত খ্রিস্টভক্তগণ এর বিধি-নিষেধগুলো না জানার ফলে সহজেই নিজেদের সন্তানদের জন্য কাথলিকদের বাইরে অন্য মণ্ডলীর সদস্যদের সাথে এনগেইজড ও সেটেল্ড বিবাহের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে।

বিশ্বায়নের বাধাহীন যোগ-সংযোগ ও স্বাধীন চিন্তা-চেতনা বোধের প্রভাবে যুবসমাজের মধ্যে বেপরোয়া মানসিকতার ফল হিসাবে অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে প্রেম করা, মুলত অন্যদের প্রেমের ফাঁদে পরে, নিকা করে অনেক বড় একটা সংখ্যা (এর মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা বেশী) ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং করছে। (উদাহরণস্বরূপ: এক বছরে আমার অফিস থেকেই ১৫টা কেস ছিল যারা খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে অর্থাৎ নাম পরিবর্তন করে অন্য ধর্মে নিকা করেছে। এছাড়া আমার জানা মতে কয়েকজন পাল পুরোহিতও আরো কয়েকটা কেস স্থানীয়ভাবে মিমাংসা করেছেন)। তারপর আমরা কি জানি কত সংখ্যা ধর্মবিশ্বাস নিয়মিত চর্চা করছে না এবং ধর্ম কর্মে অনীহা? এই সংখ্যা কিন্তু আরো ব্যাপক। তারপর আমরা কি জানি কত সংখ্যা মণ্ডলী বিদ্বেষী, বিশপ, ফাদার, সিস্টার ব্রাদার বিদ্বেষী? এই সংখ্যাও কম নয়। এইখানে আমাদের আদর্শগত দিকটা মূল্যায়নের জরুরী প্রয়োজন।

এইভাবে কম জন্মহার, কম দীক্ষাহার, দেশ ত্যাগ প্রবণতা, বিশ্বাস (ধর্ম) ত্যাগ, বিশ্বাসের দুর্বলতা, বিশ্বাসের চর্চার অনীহা ও অভাব, বিদ্বেষ-বিভ্রান্তি, পরস্পর সম্পর্কের অবনতি, উদাসীনতা-নির্লিপ্ততা, ব্যাপকহারে বিবাহ ভাঙ্গন ও বিচ্ছেদ এইগুলো নিয়ে বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীর বর্তমান কি অবস্থা এবং এইভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ কি পরিণতি তা কি আমরা ভাবছি? সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো (আমরা) মণ্ডলী এই বিষয় নিয়ে জুরালোভাবে কোন বিশ্লেষণ, গবেষণা বা অনুসন্ধান (করছি না) করছে না।

বিশ্বাসী জনগণ এখনো মণ্ডলী বলতে বিশপ-ফাদারদের বুঝে থাকে বা এইভাবে চিন্তা করে। যেমন বলা হয় 'আপনারা তো মণ্ডলীর লোক'। 'আমি' 'আমরা' দীক্ষিতভক্ত হিসাবে সবায় যে মণ্ডলীর লোক এই পরিচয়টাকে এখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। এভাবে আলাদা একটা শ্রেণি হিসাবে 'মণ্ডলী'কে অর্থাৎ বিশপ ফাদার ও ধর্মব্রতী ও ধর্মব্রতিনীদের অনেক প্রশ্নের মুখ ফেলে রাখে। তাই অনেক কিছুর দায়বদ্ধতা এই 'মণ্ডলী'র উপর এসে পরে। তাই যুগধারার সাথে নির্লিপ্তভাবে চলে আমরা যেন মণ্ডলীর মৌলিক পরিচয় ক্ষুন্ন না করি সেই ব্যাপারে সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন।

অবশ্যই আমাদের সবারই নৈতিক দায়িত্ব এই ব্যাপারে সচেতন হওয়ার বা সচেতন থাকার। কারণ আমাদের দীক্ষিত আহ্বান ও দায়িত্ব হলো ধর্মবিশ্বাস লালন, পালন ও প্রচার-প্রসারে ত্রিবিধ ভূমিকায় অর্থাৎ যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় ভূমিকায় সক্রিয় থাকা। তবে যেহেতু সাধারণ বিশ্বাসীভক্তগণ মণ্ডলীর চারণ ভূমিতে পালকের যত্নে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই এখানে একটা প্রশ্ন তাদের জন্যই যারা মণ্ডলীর ধর্মগুরু, পালক, যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের পালনের দায়িত্বে আছে। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে তাদের দায়িত্ব, জীবনবোধ, সামনের মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ দিকদর্শন, বিশ্বাস বিস্তার-বিস্তৃতি, জনগণের বিশ্বাসচর্চা, তারপর বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রকম যে সব বিভক্তি-বিবর্জন, বিভ্রান্তি-বিপর্যয়গুলো রয়েছে তার ব্যাপারে কতটুকু সচেতন?

মণ্ডলীর সহজাত পরিচয় হলো মণ্ডলী সদা জীবন্ত। আর এটা জীবন্ত থাকে যখন পবিত্র আত্মার জীবন্ত প্রবাহ সক্রিয় থাকে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে মণ্ডলীর গতির কেমন যেন একটা স্থবিরতা লক্ষণীয়। এই স্থবিরতা কি কোন অসুস্থতা? যদি উল্লেখিত বর্তমান ভাইরাসগুলো দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে তো অনেকটা অসুস্থতাই। বর্তমান হাবভাবে মনে হয় এই আধমরা মণ্ডলীকে শুধু অক্সিজেন দিয়ে কোন রকম বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা ডায়োসিস বাড়াচ্ছি, এর সাথে বিশপদের সংখ্যা বাড়ছে। ধর্মপল্লীর সংখ্যাও বেড়েছে। যাজক ও ব্রতধারী-ব্রতধারীনিদের সংখ্যাও বেড়েছে। এইভাবে হয়তোবা আমরা বিশ্বমণ্ডলীর কাছে বা মণ্ডলীর কেন্দ্রের কাছে পরিপক্ক ও খুব জীবন্ত মণ্ডলীর একটা ছবি বা পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। আসলে বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের এই স্থানীয় মণ্ডলীর কি অবস্থা তা সমূহ নির্ণয় করার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান কিন্তু পূর্বের মত যুগধারা দীর্ঘ সময় নিয়ে সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়না। বর্তমানটা কিন্তু চিন্তা-চেতনায়-মানসিকতায় ও মূল্যবোধে এবং পুরো সমাজ ব্যবস্থায় দ্রুতভাবে ও দ্রুতগতিতে পাল্টাচ্ছে বা পরিবর্তনের প্রভাব পরছে। বর্তমানে যুগটাই নিজে বেঁচে থাকার চিন্তায় আত্মকেন্দ্রিক নির্লিপ্ত-নিস্পৃহ থাকার যুগ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় জীবনে চলার পথে গুরুত্বের বিচারে বিশ্বাসীজনগণের কাছে মণ্ডলী, ধর্ম, বিশ্বাস চর্চা, নিয়ম-নীতি এইগুলো তাদের তালিকায় অনেক পরে।

কয়েকটা ধর্মপ্রদেশের নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া মণ্ডলীর অন্তর্নিহিত যে পরিচয় প্রচার মণ্ডলী তা অনেকটাই নির্জীব হয়ে গেছে। শুধু পালিত মণ্ডলীর আকারে যা টুকু লালিত হচ্ছে। এই স্থানীয় মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ কি তা সামনের দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দুরদর্শী কোন নির্দেশিকা নেই। উদাহরণ স্বরূপ: আজকাল দেখা যায় এমন সব গাছ লাগানো হয় যার ফল নিজেরাই যেন খেয়ে মরতে পারে। ভবিষ্যতে প্রজন্মের জন্য দীর্ঘ বছরে বেড়ে ওঠা কোন গাছ আর খুব একটা লাগানো হয় না। এইরকমই এটা স্বার্থপর চিন্তা-চেতনার যুগে আমরা বাস করছি। এটা অত্যন্ত স্বার্থপর একটা চিন্তা। এই চিন্তা চেতনা খুবই ভয়ানক। কারণ তা প্রাণ-প্রগতি, পরবর্তী প্রবর্ধনকে থামিয়ে দেয়। এই রকম চিন্তা ও মানসিকতায় স্থানীয় মণ্ডলীও সংক্রামিত।

বর্তমান জগতটা ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের সংকট ও বিভ্রান্তির মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। এই ক্রান্তিকালে কেন যেন মনে হচ্ছে মণ্ডলীর কোন দুরদর্শন নাই, চিন্তা-চেতনার দীপ্তি নাই। একটু ধী-ধীমান হয়ে ধীর-স্থির হওয়ার সামর্থটা যেন আমরা হারিয়ে বসছি। মণ্ডলীর শক্তি তার আধ্যাতিকতা। আর আমরা আধ্যাত্মিকতার মণ্ডলী থেকে সরে এসে আনুষ্ঠানিকতার মণ্ডলী নিয়ে খুব ব্যস্ত। মণ্ডলীর স্বরূপ উপাসনা। আর আমরা প্রকৃত উপাসনার মণ্ডলী থেকে সরে এসে উৎসবের মণ্ডলী নিয়ে মেতে আছি। যেমন আমাদের সংস্কার গ্রহণানুষ্ঠানকে যেনতেন ভেবে বরং উৎসবের অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মণ্ডলীর পরিচয়ই হলো ঐশবাণী প্রচার ও প্রসার। আর আমরা প্রচারিক মণ্ডলী থেকে সরে এসে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক মণ্ডলী নিয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে পরেছি। মণ্ডলী হচ্ছে মিলন সমাজ। আর আমরা সংঘবদ্ধ ও একতাবদ্ধ জনমণ্ডলীর চেতনা থেকে সরে এসে সংগঠনমুলক বিচ্ছিন্নবাদী দলমণ্ডলীর দিকে হাঁটছি। এখন ধর্মপল্লীগুলোকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করে ফেলার ফলে সামগ্রিক ঐতিহ্যগত সংঘবদ্ধমণ্ডলীর সমৃদ্ধ খ্রিস্টান পরিচয় অক্ষুন্ন রাখতে পারছে না।

বর্তমানে সিনোডাল মণ্ডলীর কথা শুনছি। *syn* হচ্ছে Together আর *hodos* অনেক ভাবে অর্থ প্রকাশ পায় যেমন পথ, পন্থা, উপায়, আচরণ, ব্যবস্থা, যাত্রা ইত্যাদি। তবে পোপ মহোদয় এখান থেকে এই যাত্রা শব্দটা নিয়েছেন যার মূল হলো একত্রে যাত্রা। এক সাথে হাঁটা, এক সাথে চলা। অর্থ হলো ঐশজনগণের একত্রে যাত্রা। যেমন আমরা আগে থেকেই দেখে আসছি যে মণ্ডলীর অস্তিত্বই হলো একটা তীর্থযাত্রী মণ্ডলী। এখনকার প্রেক্ষাপটে এই সিনোডাল চার্চ এর ধারনায় যা আনা হয়েছে তা কোন একক বা দলগত বা গোষ্ঠীগতভাবে চলা নয় বরং কাউকে বাদ না দিয়ে ঐশজনগণ সবায় একত্র, একতাবদ্ধ হয়ে এবং একাত্মভাবে (In the spirit of togetherness) সহযাত্রা। এটা এই নয় যে, পরস্পর দু'জন বা কয়েকজন মিলে মার্চ করা বা সমমনা কয়েকজন একত্র চলা। বরং এটা হলো যেমন একটা ঘরের প্রতিটা পিলার যা পুরো দালানটাকে পরস্পর ধরে রাখে। অর্থাৎ এটা হলো পরস্পর পাশে থেকে, পাশে চলে যত্ন, ভালোবাসা, সাহস, শক্তি, শ্রবণ ও সমর্থনের একটা কাঁধে ভরসার হাত। এটা হলো পরস্পরের আস্থার একটা কাঁধ যেখানে একজন ও পরস্পরজন পুরোপুরি নির্ভর করতে পারে। এটা হলো বিশ্বাস-ভরসার একটা শক্তি যখন একজন চলতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হবে না কারণ তার পাশে শুনার কেউ আছে, নির্ভর করার কেউ আছে, কাউকে না ফেলে তুলে নেওয়ার ভরসার একটা হাত আছে। এই একত্ববোধ হলো পরস্পরের প্রতি ত্যাগে, মমতায়, আস্থায়, আনুগত্যে ও আন্তরিকতায় সহযাত্রা।

এ সিনোডাল মণ্ডলী নিয়ে বর্তমানে সভা-সেমিনারের শেষ নেই এবং এ-যাবৎ ভালো রিপোর্ট দেওয়ার মত কাগজ পত্রে অনেক সুন্দর কিছু হয়তোবা আছে। অন্য দিকে দু বৎসরে এই সিনোডাল মন্ডলীর উপর কথা শুনতে শুনতে হয়তোবা আর তার কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে না। অর্থাৎ যা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এমনকি আবার অনেকের কাছে তা বিরক্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এত কথা না বলে দু একটা বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ যে নেওয়া হয়েছে তার একটাও উদাহরণ নেই। এখনো প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে অভ্যস্ত আমরা সেই প্রান্তিকে গিয়ে পথ চলতে পারিনি, এখনো অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আমরা কষ্টভোগী-খেটে খাওয়া মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারিনি, এখনো বলার কথা কমিয়ে আমরা কারো কষ্ট-কান্না শুনার জন্য মন তৈরী করতে পারিনি, এখনো সংকীর্ণ-স্বার্থ ত্যাগ করে আমরা সবার কথা ভাবতে পারিনি, সার্বজনীন চিন্তা করতে পারিনি। মনে রাখতে হবে সিনোডাল মণ্ডলী একটা জীবন ব্যবস্থা। এটা সম্পূর্ণ যিশুর সেই নির্বিশেষ মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রৈরিতিক জীবন দৃষ্টান্তের আলোকে এ যুগের বাস্তবতায় জনপদে, জনপথে ও জনপ্রান্তরে মঙ্গলবার্তার শিক্ষায় আন্তরিকতায়, আস্থায়, পরস্পর আপনা আপনি মঙ্গলযাত্রা।

এ সমস্ত কিছুর প্রেক্ষাপটে আজকের মণ্ডলী ও আগামীকালের মণ্ডলী নিয়ে কয়েকটি চিন্তা আমাদের থাকা দরকার:

* বর্তমানে মণ্ডলীতে মেধা-মননে সিদ্ধ-সাধনে ও গবেষণা ক্ষেত্রে মনে হয় যেন তেমন কোন উদ্যোগ ও মনোযোগ নেই। এই ক্ষেত্রে মণ্ডলীর দৈন্যতা অনেক। স্থানীয় মণ্ডলী ভবিষ্যৎ কোন সুনির্দিষ্ট দর্শন বা পরিকল্পনা নেই। ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর দিকনির্দেশনার জন্য ও দিকদর্শনের জন্য চিন্তাশীল ও জ্ঞানগর্ব গবেষণা দরকার। প্রবীণদের প্রজ্ঞার চর্চা দরকার। সঠিক রোগ নির্ণয় না করলে সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের অবস্থার সঠিক এবং সার্বিক দিকের যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

* বর্তমান জগতের জাগতিক অগ্রগতি ও জ্ঞান -গরিমার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমাদের বিশপ যাজকদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও শিক্ষার ভারসাম্যহীনতা লক্ষণীয়। যাজকীয় শিক্ষার সাথে অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে যাজকদের উচ্চ শিক্ষালাভে দু'একটা ধর্মপ্রদেশের দুরদর্শী পদক্ষেপ থাকলেও অনেক ধর্মপ্রদেশে কোন পরিকল্পনা নেই। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষগণ নির্লিপ্ত থাকলে সামগ্রিকভাবে স্থানীয় মণ্ডলীই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

* মণ্ডলীর জন্য যাজক অপরিহার্য। উপাসনার জন্য যাজক অপরিহার্য। ধর্মপ্রদেশের জন্য যাজক অপরিহার্য। স্থানীয় মণ্ডলীর পরিচালনা ও প্রশাসনের জন্য যাজক অপরিহার্য। যাজকাহ্বানের ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব হলো ধর্মপ্রদেশের বিশপ-যাজকদের। কারণ একটা ধর্মপ্রদেশের জন্য মৌলিক তিনটা উপাদান অপরিহার্য বিশপ, যাজক এবং ঐশজনগণ। এখন হয়তোবা আমরা যাজকদের সংখ্যা দেখে তৃপ্তবোধ করতে পারি। কিন্তু সেমিনারীগুলোতে সেমিনারীয়ানদের সংখ্যা দেখলে এতো তৃপ্তিবোধের কোন সুযোগ নেই। বিশেষ করে কয়েকটা ধর্মপ্রদেশের জন্য অশনি সংকেত দিচ্ছে। তাছাড়া সেমিনারীয়ানদের বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে সঠিক ও যুগোপযোগী গঠনের ব্যাপারেও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় প্রাধান্যের বিচারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে অবহেলার কোন সুযোগ নাই।

* বাংলাদেশে যাজক ও ধর্মব্রতী ধর্মব্রতিণীদের মধ্যে বিভিন্ন দিকে বিশেষ করে ঐশতত্ত্ব, ক্যানান ল ও অন্যান্য বিষয়ের উপর অনেকে উচ্চ শিক্ষায় ডিগ্রীধারী আছে। স্থানীয় মণ্ডলীকে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞানে আরো সক্রিয় ও সমৃদ্ধ করতে হলে এবং বিশ্বাসীভক্তদের বিশ্বাসের জ্ঞানে ও চর্চায় যুগোপযোগী ও সক্রিয় রাখতে হলে Expert-দের সন্মিলিতভাবে গবেষণা ও জ্ঞান

সাধনার সুযোগ থাকতে হবে। আমি মনে করি Canonical Forum, Theological Forum উপযুক্ত Platform হতে পারে যার মধ্যদিয়ে প্রয়েজনীয় guidelines অনুসরণ করে এইসব Expert গণ অনেক অবদান রাখতে পারবে। এখানে কর্তৃপক্ষের উদারতা ও বর্তমান সিনোডাল মণ্ডলীর কয়েকটা নীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড সেই 'প্রজ্ঞা'র (Discernment) প্রয়োগ থাকতে হবে।

* খ্রিস্ট প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর জন্ম, চরিত্র ও মূল লক্ষ্য হলো মঙ্গলসমাচার প্রচার ও প্রসার। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় শুধু সীমাবদ্ধ ও আবদ্ধ থেকে মণ্ডলীর এই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। বরং নতুন কার্যকরী পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা বের করতে হবে যেন একবিংশ শতাব্দীর মণ্ডলী Evangelization মণ্ডলী হয়। এর জন্য সম্প্রদায়গুলোতে সদস্য-সদস্যাদের সেই লক্ষ্যে ও দিকদর্শনে উপযুক্ত গঠন প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত ও সঠিক ক্যাটিখিজম শিক্ষা দিতে হবে। তাদের মনস্তত্বে ও আহ্বানতত্ত্বে মণ্ডলীকে ভালোবাসা এবং আত্মনিবেদনের আগ্রহ ও দৃঢ়তা বাড়াতে হবে। তাছাড়া অধিক সংখ্যক কাটেখিষ্ট প্রস্তুত ও নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। এই খাতে মণ্ডলীর অর্থ বরাদ্দের সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

* মণ্ডলী বর্তমানে অনেক দিকে সজ্জিত। পদ-পদবীর অভাব নেই; তবে এই পদ-পদবী ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করে মণ্ডলীর ভাবমূর্তির সমুহ ক্ষতির কারণও হয়। তাছাড়া কাথলিক মণ্ডলীর বড় বড় স্কুল, নামকরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অতি পরিচিত চিকিৎসালয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, তারপর বড় বড় প্রতিষ্ঠান করার জমি ক্রয় ও তার জন্য মহা মহা পরিকল্পনাগুলো কি লক্ষ্যে তৈরী হয় এবং হচ্ছে তার জন্য ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর বিশ্বাস বিস্তারে কোন ভিশন আছে কি না তার কোন রূপরেখা নাই। মাণ্ডলিক কমন কোন রূপরেখা ছাড়া যার যার মত করে নিলে সেখানে কোন অবাঞ্চিত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন কমাণ্ডই কার্যকরী হবে না। এই ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে মণ্ডলীর স্বার্থেই এক নীতি-পলিসিতে আসতে হবে যার মুল লক্ষ্য থাকবে স্থানীয় মণ্ডলী অর্থ্যাৎ ধর্মপ্রদেশকে আধ্যাত্মিকতায় ও আত্ম-নির্ভশীলতায় আর্থিক সহায়তা এবং মঙ্গলসমাচার সাক্ষ্যের মূলমন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

* শুধু যদি ধর্মপ্রদেশ বাঁচিয়ে রাখা বা সংঘসমাজ বাঁচিয়ে রাখা বা অর্থ উপার্জনকারী হিসাবে জনবল তৈরী বা গঠনের চিন্তায় এইগুলোর লক্ষ্য হয় তা হলে ধরে নিতে হবে নিশ্চিতভাবে মণ্ডলীর মূল চিন্তা থেকে তারা অনেক দূরে সরে গেছে। ইতিহাস সাক্ষী, যারাই অর্থের পিছনে ছুটেছে সেই অর্থই তাদের সংঘ সমাজ প্রতিষ্ঠানকে নিরর্থক করে ছেড়েছে। মনে রাখতে হবে জগত যতই আদর্শকে জলাঞ্জলি দিক তারা কিন্তু আবার মণ্ডলীর পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও সম্পৃক্ত সন্ন্যাস পোশাকধারী সেবাকারীদের আদর্শবিচ্যুতি সহজভাবে নিবে না। সামনের মণ্ডলী অনেক চ্যালেঞ্জের তাই খ্রিস্টের শিক্ষা ও আদর্শের জীবন যেন হয় তাদের রক্ষাকবচ।

* যুগের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে মণ্ডলীর মৌলিক ও পরম্পরাগত নৈতিক ও ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব হাওয়াতে ভাসিয়ে দিচ্ছি। পরিবারে তো নেই বলতে গেলে তারপর আমাদের কোটি কোটি টাকায় গড়া কাথলিক স্কুল গুলোতেও এর জন্য কোন তাগিদ নেই। কাথলিক স্কুল গড়ার উদ্দেশ্য আমরা জানিও না মানিও না। এই ক্ষেত্রেও সংঘসমাজের নিবেদিত ব্যক্তিগণ ধর্মপ্রদেশের সাথে বাস্তবভিত্তিক পন্থা-পরিকল্পনা করতে হবে যেন বর্তমান ছেলেমেয়েদের মধ্যে মৌলিক ধর্ম শিক্ষার ভিত্তিটা তৈরী হয়। মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানিক পরিচয়ে আমরা অনেক খুশী ও তৃপ্ত। এটা সস্তা বাহবা পাওয়ার জন্য ঠিক আছে কিন্তু আমাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয়ে গুনগত মূল্যায়নে তেমন সাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা তার মূল্যায়ন দরকার আছে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শত বাধার মধ্যেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাথলিক খ্রিস্ট বিশ্বাস ও সাক্ষ্যের আদর্শিক এমন কি বাহ্যিক ব্যাপারে যেন কোন আপোষ না করা হয়।

* আমাদের খ্রিস্টানদের মধ্যে একটা বড় অসামঞ্জস্যতা বেড়ে যাচ্ছে আর সেটা হলো ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যে ব্যবধান। এটা ব্যক্তিক ও সমাজে বড় প্রভাব ফেলছে। শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের সমাজে শিক্ষিত ছেলে পাচ্ছে না। ফলে পরিণতিতে অন্য সমাজের, অন্য জাতের, অন্য বিশ্বাসের ছেলে খুঁজতে হচ্ছে। তাছাড়া অত্যাধিক মিশ্র বিবাহ এবং অপ্রতিরুদ্ধ বিবাহ বিচ্ছেদ। মনে রাখতে হবে পারিবারিক, সামাজিক এবং মাণ্ডলিক সুস্থ শিক্ষা ও জীবন এবং বিশ্বাস, চর্চা, নীতি-নৈতিকতা, মানবিকতা যাই বলি না কেন তার বাঞ্ছিত ও আদর্শিক অবস্থা কিন্তু নির্ভর করে সুস্থ বিবাহ ও বৈবাহিক জীবন থেকে। এই ব্যাপারে মাণ্ডলিকভাবে সচেতনতামূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

* বর্তমান এই সামাজিক যোগাযোগের যুগে এর ব্যবহারের অপরিহার্যতা অনুধাবন করে এবং এর অপব্যবহারের কথা মাথায় রেখে এই ব্যাপারে আমাদের সবায়কেই দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। বিশেষ করে এই যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের বাণী প্রচার, আমাদের অনুষ্ঠান প্রচার, আমাদের উপাসনা প্রচার, আমাদের বক্তব্য প্রচার, আমাদের উপদেশ প্রচার বা আমাদের আত্মপ্রচার যেন একটা সাউন্ড গাইলাইন অনুসরণ করে হয়। কোনভাবেই যেন অন্যেরা কোন সুযোগ নিয়ে মণ্ডলী বা মণ্ডলীর ব্যক্তিবর্গ বা মণ্ডলীর শিক্ষা বা খ্রিস্টাদর্শ বা মণ্ডলীর ইমেজ নিয়ে প্রশ্ন না তোলে বা তা ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা না করে।

* বর্তমানে জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট ও বিবাহ সার্টিফিকেট নাগরিক হিসাবে সরকারী নীতিতে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক, বৈদেশিক, বৈষয়িক বিভিন্ন কারণে সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমাদের গির্জার জন্মের সার্টিফিকেট ও সরকারী জন্ম নিবন্ধন, আমাদের বিবাহের সার্টিফিকেট এবং সরকারী এবং অন্যান্য বৈষয়িক মানদন্ড অনুসারে বিবাহের সার্টিফিকেটের মধ্যে দিনে দিনে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের গির্জার বিবাহের সাদামাটা সার্টিফিকেট-এর উপর এখন সরকারী ও বৈদেশিক মানদন্ড পুরণে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন তুলছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বৃহত্তর স্বার্থে অতি প্রয়োজনীয় ও জড়িত এই বিষয়গুলো নিয়ে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। বিশেষ করে জন্মের সার্টিফিকেট, বিবাহের সার্টিফিকেট এবং মৃত্যুর সার্টিফিকেট গুলোর ব্যাপারে সিবিসিবি-র মাধ্যমে প্রথমত সারা বাংলাদেশে ইউনিফরম্ড এবং নতুন অফিসিয়াল ফরমেট আকারে প্রকাশ ও ব্যবহারে নির্দেশ থাকতে হবে। অন্যথায় দেখা যাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরে, জনগণ অন্য উপায় নিতে বাধ্য হবে এবং আমাদের সার্টিফিকেটের উপর আস্তা হারিয়ে ফেলবে। ফলে মণ্ডলীর সেই পরম্পরাগত, ঐতিহ্যগত উচ্চমার্গের সমৃদ্ধ সৎ-প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রশ্ন দেখা দিবে।

* সিবিসিবি বাংলাদেশ মণ্ডলী তথা পুরো খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক এবং প্রশাসনিক যন্ত্রের মঞ্চ। পরিকল্পনায়, পরিচালনায়, প্রশাসনিক ও প্রৈরিতিক দিকে এক্ষেত্রে বর্তমানে সিনোডাল চার্চের মানদণ্ডে আরো তৎপর ভূমিকা রাখবে এটা সবারই আশা। মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকদের প্রতি জনআস্থা ও আনুগত্যের ব্যাপারে দিনে দিনে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। তা কেন তার মূল্যায়ন প্রয়োজন। বর্তমান অতি বৈষয়িক ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় 'মণ্ডলী আদর্শ শিক্ষক ও স্নেহশীলা জননী এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল' এই পরিচয়ে তার আধ্যাত্মিক, আদর্শিক এবং প্রশাসনিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ খুবই দরকার॥ ৯০

বর্তমান সময়কে গুরুত্ব দেওয়া

অরন্য রিচার্ড ক্রুশ

মানুষ হিসেবে আমরা সবাই ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে আহা কত ভাল লাগে। আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেই বর্তমান সময়গুলো নষ্ট করছি। তোমার লক্ষ্যকে সামনে রেখে তুমি এগিয়ে যাও, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে শুধু শুধু বর্তমানের সময়গুলো নষ্ট করো না; কারণ এই সময় তুমি আর পাবে না। অতীতও আমাদের কাছ থেকে অনেক সময় কেড়ে নিয়েছে। আমরা বর্তমানে আর কি করতে পারি, যা অতীতে করতে পারি নি, এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে আরও কত শক্ত করতে পারি সেজন্য বর্তমান সময়কে আরও বেশি মূল্য দেওয়া উচিৎ। আজকের দিনটি অতিবাহিত করলেই আজকের দিনটি অতীত হয়ে যাবে। Tomorrow never come. আসলে আগামীকাল আমরা আর পাব না, কারণ আমরা যখন বলি এই কাজটা কালকে করব, তখন সেই কাজটা আমি যখন আগামীকাল করতে যাব তখন সেই দিনটি আমার কাছে Tomorrow না হয়ে Today হয়ে যাবে। আসুন আমরা বর্তমান সময়কে গুরুত্ব দেই কারণ অতীত যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ কি হবে তাও আমাদের জানা নেই। তাহলে অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কেন আমরা সময়গুলো নষ্ট করছি। "সময় ও স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না।" আমাদের জন্যও বসে থাকবে না। একটা ছোট চারাগাছ যখন লাগানো হয়, তখন যদি সেই সময় থেকেই যত্ন করা হয়, তখন গাছটা ভবিষ্যতে ভাল ফল দিবে। ছোট চারা গাছটা যখন লাগানো হয়, সেই সময়টাই হচ্ছে চারাগাছের জন্য বর্তমান কাল। এরকম একটা উদাহরণ হলো-

একবার একগ্রামে বাস করত এক পরিবার। সেই পরিবারে রয়েছে মা বাবা ও তার তিন ছেলে। বাবা বৃদ্ধ এবং বেশ পরিশ্রমী তবে ছেলেগুলো অলস। তারা কোন কাজ করতে চায় না। অলসভাবে দিনগুলো অতিবহিত করে। তাদের একটা আঙ্গুর ক্ষেত রয়েছে সেই জমিতে বৃদ্ধ প্রতিদিনই কাজ করে আর তার ছেলেদের বলে, যেন তারা সেই জমিতে কাজ করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা । ছেলেরা আলসেমী করে একদিনও জমিতে যায় না। হঠাৎ এক সময় বৃদ্ধ বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ল। বৃদ্ধ বুঝতে পারল সে হয়ত আর বেশি দিন বাঁচবে না। ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে একটা বুদ্ধি বের করল, যাতে করে তার ছেলেরা বর্তমান সময় আর নষ্ট না করে। বৃদ্ধ তার ছেলেদের ডেকে বলল- আমি তো তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারি নাই। তবে তোমাদের ভাল চিন্তা করে কিছু স্বর্ণ রেখে গিয়েছি আঙ্গুর ক্ষেতে। এরপর বৃদ্ধ বাবা মারা গেল। বাবার মৃত্যুর পরে তিনভাই আঙ্গুর ক্ষেতে কোদাল চালাতে থাকে। অনেক খোড়ার পর যখন কিছুই পেল না তখন তাদের মনটা খারাপ হয়ে গেল এবং মৃত বাবার উপর অনেক রাগ করল। পরবর্তীতে তিন ভাই মিলে সেই জমিতে আঙ্গুর চাষ করল এবং সে বছর প্রচুর আঙ্গুর হল। কেননা জমিটা গভীরভাবে খোড়া হয়েছিল। ফলে মাটিও উর্বর ছিল । তখন তারা বুঝতে পারল তাদের বাবা কোন স্বর্ণের কথা বলে গিয়েছে। এভাবে তিন ভাই আঙ্গুর বিক্রি করে প্রচুর অর্থ আয় করল। জীবন পরিবর্তনের জন্য ইচ্ছা পোষণ করল। তারা বলল, আমরা অতীতে অলসভাবে জীবনযাপন করে অনেক সময় নষ্ট করেছি। তাই আর সময় নষ্ট করব না বরং পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে বর্তমান সময়কে গুরুত্ব দেব। মূলত বর্তমান সময় থেকেই আমরা নিজেদের প্রস্তুত করি ভবিষ্যতের জন্য। ভবিষ্যতে যা হবার তা হবেই সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে সময় নস্ট করে কোন লাভ বা উপকার নেই বরং বর্তমান সময়কে গুরুত্ব দিলেই সেটা আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। কারণ মহৎ ব্যক্তিরা বলেন-"বর্তমান সময়ের উপরই আমার ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে।"

"All's well that end's well." ৯

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

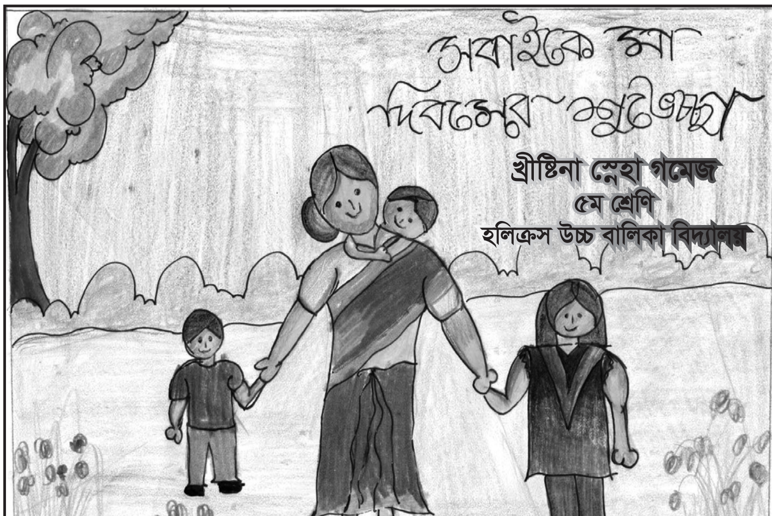

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৫ম শ্রেণি
হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

মাগো

সিস্টার সম্পা গমেজ সিআইসি

তোমার সুরে সুর মিলিয়ে
ডেকেছি মা মা বলে, আর বলেছি
আই লাভ ইউ মা ।
তখনি তুমি তোমার বুকেতে জড়িয়ে
কোমল কোলে
ঘুম পাড়িয়েছ গানের সুরে আয় আয় চাঁদ
মামা টিপ দিয়ে যা বলে
জানো মা হাঁটতে গিয়ে কতবার হোঁচট লেগে
পড়ে গেছি, তখনি দু হাত বাড়িয়ে
দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছ তোমার কোলে।
আদর সোহাগ যত্ন করে খাইয়ে দিয়েছ খাবার
অসুখ হলে নিয়ে গিয়েছ ডাক্তার খানায়
তোমারই স্পর্শে হয়ে উঠেছি সুস্থ এক কন্যা।
আমায় বুঝতে দাও নি, তোমার দুঃখ কষ্ট
ব্যথা বেদনা
অশ্রু জলে ভাসিয়েছ তোমার দু-নয়ন
মাগো আই লাভ ইউ মা।
কাজের মাঝেও আমাকে শিখিয়েছ
অ আ ক খ তবুও তুমি আমার জন্য ক্লান্তি
বোধ করোনি।
কিন্তু জানো মা, সেই ছোট্ট বেলার নরম
কোল, আদর মাখানো গল্প আজও ভুলিনি,
আমার সঙ্গে মিশে আছে তোমারই রক্ত, বেঁচে
আছি তোমারই স্মৃতিতে
মা তোমাকে ভালোবাসি।

আলোচিত সংবাদ

ব্রিটেনের মতো সুষ্ঠু নির্বাচন চাই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারও বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন যুক্তরাজ্যের মতো অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চায় এবং এ লক্ষ্যে সবার সহযোগিতা কামনা করছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার অবস্থানস্থল ক্লারিজ হোটেলের দ্বিপক্ষীয় সভা কক্ষে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লিভারলি এবং তার পত্নী সুজানা স্পার্কস-এর সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রীর বরাত দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেন, 'আমরা চাই সুষ্ঠু নির্বাচন হোক। আমার দল সব সময় দেশে গণতন্ত্র বজায় রেখেছে। আমরা দেশের গণতন্ত্রকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি দিয়েছি।' বৈঠক শেষে শনিবার হোটেলে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়ে কথা বলেন। জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে আমি সবার সহযোগিতা চাই।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করেছে, কেউ যাতে নির্বাচনে কারচুপি করতে না পারে সেজন্য ছবিসহ ভোটার তালিকা এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট স্বাধীন ও শক্তিশালী করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সুনাক বললেন, 'আপনি আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা'

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একজন সফল অর্থনৈতিক নেতা হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, 'আপনি আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা।' সুনাক বলেন, 'আমি আপনাকে অনেক বছর ধরে অনুসরণ করছি। আপনি একজন সফল অর্থনৈতিক নেতা।' স্থানীয় সময় ৫ মে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের দ্বিপক্ষীয় সভাকক্ষে তাদের প্রথম দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে সুনাককে উদ্ধৃত করে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম এ কথা বলেন। তাসনিম বলেন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তার দুই মেয়ে ও স্ত্রী তার (শেখ হাসিনা) বড় ভক্ত। তিনি গত অক্টোবরে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তার মেয়েরা শেখ হাসিনার মতো মহান নেতা হবেন এই কামনা করেছেন। সুনাক বলেন, 'আপনি আমার দুই মেয়ের জন্য মহান অনুপ্রেরণা।'

মুকুটে পূর্ণতা চার্লসের

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বৈচিত্র্যময় আয়োজন আর কিছু বিশেষ মুহূর্তের মধ্যদিয়ে অবশেষে রাজপদে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত হয়েছেন তৃতীয় চার্লস। ৬ মে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে তার মাথায় ওঠে রাজমুকুট। একই সঙ্গে বরণ করে নেওয়া হয় কুইন কনসোর্ট ক্যামিলাকেও। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর গ্রেট ব্রিটেনের রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেন ছেলে চার্লস অর্থাৎ প্রিন্স চার্লস ফিলিপ আর্থার জর্জ। এর মধ্যদিয়ে গত সেপ্টেম্বরে চার্লস যুক্তরাজ্য ও আরো ১৪টি রাষ্ট্রের রাজত্ব পান। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে নিজের রাজ্যাভিষেকে সেন্ট এডওয়ার্ড'স ক্রাউন মাথায় রাজদায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন এলিজাবেথ। ৭০ বছর পর ঐতিহ্য মেনে সেই একই মুকুট মাথায় চড়িয়ে অভিষিক্ত হলেন ছেলে ৭৪ বছর বয়সী চার্লস। তিনি ব্রিটিশ সিংহাসনে আরোহণ করা সবচেয়ে বেশি বয়সী রাজা। লন্ডন সময় ১১টায় রাজপ্রাসাদ বাকিংহাম প্যালেস থেকে “ডায়মন্ড স্টেট কোচ” নামের ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে পৌঁছেন নতুন রাজা ও রানী। মূল রাজ্যাভিষেকে অনুষ্ঠানে ২০৩ টি দেশের দুই হাজার ২০০ অতিথি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

তীব্র তাপ প্রবাহে পুড়ছে এশিয়া

তীব্র তাপ প্রবাহে পুড়ছে এশিয়া। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দকে পৃথিবীর উষ্ণতম বছর বলে আশঙ্কা করছেন জলবায়ুবিদরা। রোববার ভিয়েতনামের গড় তাপমাত্রা ছিল ৪৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই দেশটির ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড। তাপমাত্রার প্রভাবে বিদ্যুতের চাহিদায় আকস্মিক উল্লম্ফন এবং তার জেরে ভিয়েতনামে প্রায় ভেঙ্গে পড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। প্রতিবেশি দেশ লাওসেও এ দিন রেকর্ড তাপমাত্রা ছিল। ফিলিপাইনেও তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাই স্কুলের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও থাইল্যান্ডও একই অবস্থা বিরাজ করছে। ধারণা করা হচ্ছে আগামী তিন বছর দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে খড়া দেখা দিতে পারে। তাই সরকারের উচিত আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ বছরই ঢাকায় নামবে ১০০ ইলেকট্রিক বাস

চলতি বছর রাজধানীতে ১০০ বৈদ্যুতিক বাস নামানো হবে, যা যুক্ত হবে ঢাকা নগর পরিবহনের বহরে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বুড়িগঙ্গা হলে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির ২৭তম সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভায় কমিটির সভাপতি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিষ্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, ঢাকা উত্তর সিটিকরপোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সাবিহা পারভীন, বিআরটিএ, বিআরটিসিসহ কমিটির সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ডিএসসিসি মেয়র বলেন, যদিও ছোটখাটো কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এর পরও ঢাকা নগর পরিবহন বীরদর্পে এগিয়েচলেছে। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে এসব ছোটখাটো প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করছি এবং সেগুলো সংশোধন করছি। এ বছরই আমরা ১০০টি বৈদ্যুতিক বাস সংযুক্ত করব। ঢাকাকে পরিবেশ বান্ধব শহর হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

তিন দেশ সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী ফিরেছেন

জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ১৫ দিনের সরকারি সফর শেষে মঙ্গলবার (৯ মে) সকালে লন্ডন থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিমান সকাল ১০:০৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। টোকিওতে অবস্থানকালে তিনি এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী আটটি চুক্তি স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় ঢাকা ও টোকিওর মধ্যে কৃষি, মেট্রো-রেল, শিল্পের উন্নয়ন, জাহাজ-রিসাইক্লিং, মেধা সম্পদ, প্রতিরক্ষা, আইসিটি এবং সাইবার নিরাপত্তা ও কাস্টমস খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। টোকিও সফর শেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ এপ্রিল ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের অংশীদারিত্বের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তৃতীয় ধাপে তিনি যুক্তরাজ্যের রাজা ও রাণী হিসেবে তৃতীয় চার্লস এবং তার স্ত্রী ক্যামিলার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ৪ মে লন্ডন পৌঁছেন। যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে শেখ হাসিনা ৬ মে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রাজা তৃতীয় চার্লস ও রাণীর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে শেখ হাসিনা রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে মতবিনিময় এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় বৈঠক করেন॥

তথ্যসূত্র: *বাংলাদেশ প্রতিদিন, প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ*

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কাথলিক ও কপটিকদের মধ্যকার আসন্ন সংলাপের প্রশংসায় পোপ ফ্রান্সিস ও পোপ তাওয়াড্রস

বর্তমান কালের কাথলিক ও কপটিক অর্থডক্স চার্চগুলোর নেতাদের মধ্যকার ১ম মিটিংয়ের ৫০ বছরের পূর্তি যখন সমাগত তখন পোপ ফ্রান্সিস ও পোপ তাওয়াড্রস যৌথভাবে নতুন একটি বইয়ের পটভূমি লিখেছেন। বইটির শিরোনাম: কাথলিক মণ্ডলী এবং কপটিক অর্থডক্স চার্চ, পোপ ৬ষ্ঠ পল ও পোপ ৩য় শেনৌদার মধ্যকার মিটিংয়ের (১৯৭৩-২০২৩) ৫০ বছরের পূর্তি। বইটির মুখবন্ধ গত মঙ্গলবার (৯/৫/২৩) প্রকাশিত হয়েছে যেখানে সংলাপের পথের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা অর্ধ শতাব্দী আগে শুরু হওয়া সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাতের দিকে পরিচালিত করে।

পূর্ণ মিলনের দিকে চলমান যাত্রা: দু'জন পোপই মুখবন্ধ শুরু করেন উভয় চার্চে 'পূর্ণ মিলনের পথে চলমান যাত্রা' করার আকাঙ্খা প্রকাশ করে এবং ইতোমধ্যে যে অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে তা ও স্মরণে আনেন। আমাদের কল্পনারও উর্ধ্বে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে এবং যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি আমরা তারজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ইতিহাসের কথা সংরক্ষণ করে রাখাই এই বইটির উদ্দেশ্য। পোপ ৬ষ্ঠ পল ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৯-১৩ মে তারিখে ইতিহাসে ১ম বারের মতো পোপ ৩য় শেনৌদার সাথে দেখা করেন অর্থাৎ রোমের একজন বিশপ এবং কপটিক অর্থডক্স চার্চের পোপের মধ্যে ১০০০ বছরের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। যে সময় তারা খ্রিস্টতত্ত্ব বিষয়ক একটি যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। বিবৃতিটি কাথলিক ও কপটিক অর্থডক্স চার্চের মধ্যে ঐশতাত্ত্বিক ও সর্বজনীন সংলাপে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, যা দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দিকে চালিত করেছে। ৪৫১ কালসেডন মহাসভায় খ্রিস্টতাত্ত্বিক যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল এ বিবৃতি সে বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে। পোপ ৬ষ্ঠ পল ও অর্থডক্স পোপ শেনৌদার সাক্ষাৎটি পরবর্তীতে অনেক শুভ ফল নিয়ে এসেছে, বিশেষভাবে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক উন্নয়নে।

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে সংযুক্ত: পোপ ফ্রান্সিস এবং পোপ তাওয়াড্রস তাদের নিজেদের ১ম মিটিং এর কথা স্মরণ করেন যা ১০ মে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে রোমে সংগঠিত হয়েছিল। যে দিনটির স্মরণে তারা কপটস ও কাথলিকদের মধ্যে বার্ষিক বন্ধু দিবস স্থাপন করেছে। দু'জন পোপই তাদের মুখবন্ধ শেষ করেন এ কথা ব্যক্ত করে যে, তাদের একসাথে পথচলা তারা সকলে এক হবে বিষয়টিকে ফলপ্রসূতা দান করবে। ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব যা আমাদের মণ্ডলীগুলো সংযুক্ত করে রেখেছে তা আরো বৃদ্ধি পাক যাতে করে আমরা একদিন একই বেদী ও পানপাত্র থেকে প্রভুকে গ্রহণ করতে পারি।

মণিপুর দাঙ্গার মধ্যেও খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে ইণ্ডিয়ান আর্চবিশপের উদ্বেগ

ব্যাঙ্গালুর মেট্রোপলিটানের আর্চবিশপ গত ৫ মে (শুক্রবার) এক বিবৃতিতে মণিপুর রাজ্যে নির্যাতনের টার্গেটে পরিণত হওয়া খ্রিস্টানদের জন্য তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আর্চবিশপ পিটার মাচাদো বলেন, সম্প্রতি মণিপুর রাজ্যে খ্রিস্টানদেরকে হয়রানির নতুনমাত্রা যুক্ত হয়েছে। আমরা তথ্য পেয়েছি যে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ৩টি গির্জাঘরে এবং কিছু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মানুষজনদেরকে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই ধরণের আচরণ এটি প্রকাশ করছে যে, নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ধারণ ও অনুশীলনের জন্য খ্রিস্টবিশ্বাসীরা কতটা বিপদের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। আমরা আশা ও প্রার্থনা করি রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং মণিপুর রাজ্যের জনগণের মাঝে শান্তি ও আস্থা ফিরে আসবে। আর্চবিশপ জোর দিয়ে বলেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব বিশেষভাবে যে দলের উপর আস্থা রেখে জনগণ ক্ষমতা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মণিপুরে দাঙ্গার মূল দুই প্রতিপক্ষ হলো মেতাই সম্প্রদায় এবং তাদের বিপরীতে নাগা ও কুকি সম্প্রদায়। মেতাইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজ্যটির মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ। যারা মূলত মুসলিম ও হিন্দু ধর্ম পালন করে। পক্ষান্তরে নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এবং এ দুই সম্প্রদায় মিলে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। সরকার এই দুই উপজাতিকেই তফসিলি সম্প্রদায়ের সুবিধা দিয়ে থাকে। যার ফলে, তারা আইনগতভাবেই তাদের আবাসস্থলের আশেপাশের বন, পাহাড় ইত্যাদির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। সরকার মেতাই সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতি হিসেবে মনোনীত করার বিবেচনা করলে কুকি উপজাতি এর প্রতিবাদ শুরু করে। কেননা তারা মনে করে, মেতাইদের তফসিলি উপজাতি হিসেবে মর্যাদা দিলে তাদের অধিকার লংঘন হবে। কারণ তারাই জনসংখ্যার প্রান্তিক অংশ, মেতাইরা নয়। মেতাইরা প্রভাবশালী সম্প্রদায় এবং তারা রাজ্যের রাজনীতিতে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই তাদের তফসিলি সম্প্রদায় ঘোষণা করে অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া ঠিক হবে না। তাদের মতে, তফসিলি উপজাতির মর্যাদা মানে প্রধানত সমতলে বসবাস করা মেতাইরা পাহাড়েও জমির মালিক হতে পারবে, যা উপজাতিদের অধিকার ক্ষুণ্ন করবে।

তথ্যসূত্র: ভাতিকান নিউজ

প্রয়াত ফিলোমিনা কোড়াইয়া
জন্ম: ২২ জুন, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ মে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া
পো:অ: রাঙ্গামাটিয়া (বগীর বাড়ী)
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

১২তম মৃত্যুবার্ষিকী

বছর ঘুরে আবার এসেছে মা তোমার বিদায়ের সেই দিনটি। জানিনা কিভাবে যে দেখতে দেখতে একটা যুগ (বারটি বছর) কেটে গেল। তোমার শূন্যতা অনুভূত হয় আমাদের সকলের মাঝে। সত্যিই মা, তুমি চলে গেছো আমাদের ছেড়ে, কিন্তু তোমার আদর্শ এবং ভালোবাসা আমরা আজও ধরে রাখার চেষ্টা করছি। মা তুমি আছো, তুমি ছিলে, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকবে চির দিন। মা তুমি পিতার রাজ্য থেকে তোমার সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন আমরা তোমার আর্দশ ও ভালোবাসায় একতাবদ্ধ হয়ে পথে চলতে পারি। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা

বিপ্র/১৬৪/২৩

ধর্মপ্রদেশীয় যাজকীয় নবায়ন কোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদক ▢ ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ সময়সীমার মধ্যে অভিষিক্ত ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের নিয়ে গত ২৪ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপস্ হাউজে অবস্থিত সামাজিক গঠন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নবায়ন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। নবায়ন কোর্স এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: বর্তমান জগত: যাজকীয় জীবন এবং পালকীয় দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ) এর আয়োজনে ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃ সংঘের সার্বিক সহযোগিতায় এই নবায়ন কোর্সে সারা বাংলাদেশ থেকে মোট ২৫ জন অংশগ্রহণকারীসহ মোট ৩১জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে যাজকগণ সোমবার (২৪/৪/২৩) বিকালে ময়মনসিংহ এ উপস্থিত হয়ে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার মিলিত হন। যাজক ভ্রাতৃসংঘের প্রেসিডেন্ট ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা সকলকে স্বাগতম জানান। মঙ্গলবার সকাল ৬:৩০ মিনিটে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি। সকাল ৮:৩০ মিনিটে শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পনেন কুবি, সিএসসি। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের ভিকার জেনারেল ফাদার শিমন হাচ্ছা, ফাদার জয়ন্ত গমেজ এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিডিপিএফের সভাপতি ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বিশপ মহোদয় কোর্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। স্বাগত বক্তব্যে বিশপ মহোদয় বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের যাজকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজেদের জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন। বিশেষভাবে আহ্বান রাখেন যাজকগণ যেন প্রার্থনাশীল, সহজ-সরল, অঙ্গীকারবদ্ধ ত্যাগী ও নীরব ধ্যানময় জীবন যাপন করেন। বর্তমান চ্যালেঞ্জপূর্ণ সময়ে সহজ-সরল ও ধ্যানময় জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে যাজকেরা সাক্ষ্য হয়ে ওঠতে পারেন।

নবায়ন কোর্সের ১ম দিনের মূল বক্তব্য "যাজকদের পালকীয় সেবাকাজ ও চ্যালেঞ্জসমূহ" উপস্থাপন করেন ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ। যাজকদের মূল পরিচয় তুলে ধরে জনগণ যাজকদের কিভাবে দেখতে চান তা উপস্থাপনায় আলোচনা করেন। যাজকীয় জীবনে নির্মল আনন্দের সাথে প্রতিদিনই শত শত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য যাজকদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। অংশগ্রহণকারী কয়েকজন যাজক বিষয়টির উপর তাদের মতামত তুলে ধরেন। ১ম দিনে অংশগ্রহণকারী যাজক বরিশাল ডায়োসিসের গৌরনদী ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার রিংকু গমেজ সহভাগিতা করেন 'যাজকীয় জীবনে খ্রিস্টভক্তগণ'; ঢাকা আর্চডায়োসিসের শুলপুর ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তা 'রোগী ও অসুস্থ পীড়িতদের সেবা'; রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ক্যাথেড্রাল ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ও ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারাণ্ডী 'পাল-পুরোহিত ও সহকারীদের সাথে সম্পর্ক' নিয়ে উপস্থাপনা রাখেন।

বিকালে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার শিমন হাচ্ছা ৩৭ বছরের যাজকীয় জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে পালকীয় জীবন সহভাগিতা করে যাজকদেরকে সহজ-সরল জীবনের অধিকারী ও সর্বাবস্থায় খ্রিস্টভক্তদের পাশে থাকার জন্য আহ্বান রাখেন।

নবায়ন কোর্সের ২য় দিনে 'স্থানীয় মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ ও দিক নির্দেশনা' বিষয়ক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা। বাংলাদেশ মণ্ডলীকে স্থানীয় করে তোলার জন্য আরো বেশি চিন্তা ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্য স্থানীয় সম্পদের যথার্থ ও দূরদর্শি ব্যবহার করতে হবে। সকালের অংশে অংশগ্রহণকারী যাজক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু 'যাজক ও বর্তমান যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম'; ময়মনসিংহের বালুচরা ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার পিনসন মানখিন 'ধর্মব্রতী-ধর্মব্রতীনিদের সাথে যাজকের সম্পর্ক'; ঢাকার ফাওকালের পালক পুরোহিত ফাদার ম্যাক্সওয়েল টমাস 'পালক পুরোহিত হিসেবে সেবাকাজ'; পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সহকারী পরিচালক ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা 'শিশুমঙ্গল, ওয়াইসিএস, সেবকদল'; রাজশাহী ডায়োসিসের উন্নয়ন বিষয়ক পরিচালক ফাদার উইলিয়াম মুর্মু 'বিপরীত লিঙ্গের সাথে পরিপক্ক সম্পর্ক' বিষয়ে সহভাগিতা করেন।

নবায়ন কোর্সের ২য় দিনের বিকালের অংশে যাজকীয় জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে যাওয়া ফাদার পিটার রেমা যাজকদের আধ্যাত্মিক জীবন বিষয়ে সহভাগিতা রাখেন। যাজকদের জীবন ও কর্ম তাদের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করতে হবে। চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের ভিকার জেনারেল ও পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর অধ্যাপক ফাদার লের্ণাড সি রিবেরু 'জনগণের কাছে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হিসেবে আমাদের পরিচয়'; খ্রিস্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বাবলু সি কোড়াইয়া 'বৈষয়িক সম্পদ ও আমাদের দায়বদ্ধতা' বিষয়ে সহভাগিতা করেন। সন্ধ্যায় দলগত প্রার্থনা, উন্মুক্ত আলোচনা ও আহারের মধ্যদিয়ে নবায়ন কোর্স এর আলোচনার অংশ শেষ হয়। পরেরদিন ময়মনসিংহ ডায়োসিসের ৪টি ধর্মপল্লীতে ছিল তীর্থযাত্রা। সকাল ৬:১৫ মিনিটে প্রার্থনার মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় ময়মনসিংহ বিশপস্ হাউজ থেকে। ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট যাত্রা করে তারা এসে পৌছান পাহাড়ঘেষা দীঘলাকোনা ধর্মপল্লীতে। প্রত্যন্ত এলাকার নৈসর্গিক দৃশ্য সকলকেই বিমোহিত করে। ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার ডমিনিক সরকার সিএসসি ও সিস্টারদের আন্তরিক আতিথেয়তায় সকালের নাস্তা সেরে সকলে ধর্মপল্লীর নতুন গির্জা ঘরে এসে কিছুটা সময় প্রার্থনা করেন। ফাদারদের সাথে কয়েকজন খ্রিস্টভক্তও উপস্থিত থাকেন প্রার্থনায়। অতঃপর ফাদার ডমিনিক সরকার দীঘলাকোনা ধর্মপল্লীর ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন। সকাল ১১টার দিকে ফাদারগণ বারমারী ধর্মপল্লীর দিকে যাত্রা শুরু করেন। প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় বেশ কিছুটা রাস্তা হেঁটে যেতে হয়।

দুপুর ১২:১৫ মিনিটের দিকে যাজকদের বহনকারী বাসটি এসে থামে বারমারী মিশন প্রাঙ্গণে। পালক পুরোহিত ফাদার তরুণ বনোয়ারী সকলকে শুভেচ্ছা জানান। একটু বিশ্রাম নিয়েই ফাদারগণ তীর্থস্থানের নতুন গির্জা ঘরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বরিশাল ও দিনাজপুরের ফাদারগণ। ফাতেমা রাণীর মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয়। ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত সংক্ষেপে বারমারী তীর্থস্থানের ইতিহাস ও উন্নয়ন সকলের কাছে তুলে ধরেন। ইতোমধ্যে বারমারী তীর্থস্থান একটি জনপ্রিয় ও পরিচিত তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। খ্রিস্টযাগের শেষে তীর্থস্থানের মূল বেদী ও মা মারীয়ার মূর্তির কাছে এসে যাজকগণ প্রার্থনা করেন। বারমারী ধর্মপল্লীর ফাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ একসাথে একযোগে আতিথেয়তায় নিমগ্ন হন।

ঐতিহ্যবাহী বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে যাবার প্রাক্কালে তীর্থযাত্রী দলটি বিকালে এসে পৌঁছায় প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রমোদ মানখিনের বাসভবনে। মাননীয় সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং এর মা এবং প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রমোদ মানখিনের স্ত্রী মমতা আরেং সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং আপ্যায়িত করেন। কিছুটা সময় কুশল বিনিময় ও প্রার্থনা করে যাজকগণ এবং পরিবারের সদস্যরা প্রয়াত প্রমোদ মানখিনের সমাধিস্থানে গিয়ে তাঁর আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করেন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিকাল ৫টার দিকে বিড়ইডাকুনি পরিদর্শন করে তীর্থযাত্রীদল। অতঃপর সন্ধ্যা ৭টার দিকে ময়ময়সিংহ ধর্মপ্রদেশের নতুন ধর্মপল্লী ডাইরপাড়া পৌঁছলে ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার প্রবেশ রাংসাসহ অন্যান্য ফাদার, সিস্টার ও পালকীয় পরিষদের সদস্যগণ তীর্থযাত্রী দলটিকে স্বাগত জানান। সন্ধ্যা ৭:১৫ মিনিটে সকলে একসাথে প্রার্থনা এবং পরে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করা হয়। রাত ১০টায় ময়মনসিংহ এসে পৌঁছে ঈশ্বর ও পরস্পরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নবায়ন কোর্সের সমাপ্তি টানা হয়॥

ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার জাখারিয়াস সুনীল মার্ডী □ গত ২০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের প্রত্যেকটি ধর্মপল্লী থেকে ১৭ থেকে ২২ বছর বয়সের ৩৪৬জন যুবক-যুবতী 'ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস' উদ্‌যাপন করার জন্য ক্যাথেড্রাল ধর্মপল্লী, কসবা, দিনাজপুরে সমবেত হয়। প্রথম দিনে অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধীকরণ ও 'খ্রিস্ট জীবিত' কনসার্ট আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যুব কমিশনের সক্রিয় যুবক-যুবতী এবং জিমি ও তার দল অংশগ্রহণ করেন। এর পরে বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার কেরবিম বাকলা, যুব সমন্বয়কারী ফাদার জাখারিয়াস মার্ডী ও ফাদার ফাব্রিচিও পিমে এর উপস্থিতিতে একটি যুব ক্রুশ স্থাপন করা হয়। এর পরেই উদ্বোধনী মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয় এবং উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু। এছাড়া তিন দিন ব্যাপি (২১-২৩ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ) বিভিন্ন ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বিষয়ে যুবক-যুবতীদের সাথে সহভাগিতা করেন। যথ াক্রমে 'খ্রিস্ট জীবিত' পোপের প্রৈরিতিক পত্র বিষয়ে ফাদার ফ্রান্সিসকো, পিমে, 'মাদকাসক্তি থেকে মুক্তিলাভ' বিষয়ে রকি পরবতিপুর ল্যাম্ব, 'যুবাদের নিয়ে ধর্মপ্রদেশের গল্প' বিষয়ে বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, স্বনির্ভরতার গল্প বিষয়ে কথা বলেন- রবি মার্ডী, মাইকেল মার্ডী ও পরিমল অধিকারী এবং সুমন মুর্মু, 'কিশোর মনোবিজ্ঞান-মনের কথা' বিষয়ে শিক্ষা রাখেন সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও, 'মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেন' বিষয়ে কথা বলেন- ফাদার বিকাশ রিবেরু, 'সিনোডাল মণ্ডলী ও যুবাদের জিজ্ঞাসা' ও 'খ্রিস্ট মণ্ডলীর মৌলিক শিক্ষা সমূহ' বিষয়ে কথা বলেন- ফাদার মার্কুশ মুর্মু। এছাড়াও জিজাস ইয়োথ ও এর পথ চলা বিষয়ে সহভাগিতা রাখেন পল পিউরিফিকেশন ও তিয়াস পালমা। এই যুব দিবসে 'আলোক সন্ধ্যা' ক্যাম্প ফায়ার, বিশেষ রোজারিমালা প্রার্থনা, সাক্রামেন্তীয় আরাধনা ও পাপস্বীকার সংস্কারের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল যেখানে বিভিন্ন জাতি কৃষ্টির যুবারা তাদের ঐতিহ্যের নাচ-গান প্রদর্শন তথা সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেন। শেষ দিনে ২৩ এপ্রিল রবিবার সমাপনী ও ধন্যবাদের মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু। পরিশেষে যুবাদেরকে যিশুর পবিত্র ক্রুশে সমর্পণ ও শপথ বাক্য পাঠ ও মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস সমাপ্ত করা হয়॥

যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী ও আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ এবং পরিসেবক পদ লাভ অনুষ্ঠান

সজীব সিলভানুস গমেজ □ গত ২১ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক সমাজের মাতৃগৃহ, রামপুরা, মরো হাউজ প্রাঙ্গণে ফাদার লেনার্ড শংকর রোজারিও সিএসসি এবং ফাদার জেমস্ ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসি, তাদের যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং একজন সেমিনারীয়ান নিউটন ওবার্টসন সরকার সিএসসি আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। জুবিলী পালনকারী যাজকদের এবং আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী ভাইয়ের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের ভ্রাতা-ভগ্নীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। আরও উপস্থিত ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি; খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী এবং ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। খ্রিস্টযাগের পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাতের আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। পরের দিন ২২ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে আজীবন সন্ন্যাসব্রতী নিউটন ওবার্টসন সরকার সিএসসি, সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী কর্তৃক পবিসেবক পদে অভিষিক্ত হন। খ্রিস্টযাগের পর একটি ক্ষুদ্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং দুপুরের আহারের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে বিশ্ব আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার উত্তম রোজারিও □ গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩, রোজ: রবিবার মথুরাপুর সাধ্বী রীতার ধর্মপল্লীতে বিশ্ব আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ দিন সকালে পিতা-মাতা, বয়স্ক ও গুরুজনদের জন্য সকাল ৭টায় এবং ছেলে-মেয়েদের জন্য সকাল ৯টায় বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুশ। নানা প্রকার জীবনাহ্বান ও ঐশ আহ্বানে

সাড়া দানে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রথম খ্রিস্টযাগে ফাদার বাপ্পী এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগে পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী উপদেশ বাণী সহভাগিতা করেন। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগের পর সর্বমোট ১১৮ জন স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার শিশির সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেমিনার উদ্বোধন করেন। সেমিনারের মূলসুর: সিনোডাল মণ্ডলীর বাস্তবায়নে খ্রিস্টীয় আহ্বান সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার বাপ্পী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন: ঈশ্বর আমাদের সবাইকে তাঁর কাজের জন্য ডাকেন। অন্তর গভীরে তাই ঈশ্বরের আহ্বান উপলব্ধি করা এবং সেই আহ্বানে সাড়া দান করা আমাদের সকলের কর্তব্য। সেমিনারে সিস্টার আসন্তা এসসি, সিস্টার মেরী যুথিকা এসএমআরএ এবং ফাদার বাপ্পী নিজ নিজ জীবনাহ্বান সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। নৃত্য, গান, উন্মুক্ত আলোচনা ও মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

ধানজুড়ি ধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু □ গত ১৩ থেকে ১৬ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ (রোজ বৃহস্পতিবার-রবিবার) আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মপল্লী ধানজুড়িতে ১৫০ জন ছেলেমেয়েদের প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ দেওয়া হয়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বৃহস্পতিবার শিশুরা ধর্মপল্লীতে আসে। দুই দিন ব্যাপী তাদেরকে সাক্রামেন্ত সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে প্রার্থনা, গান ও কিভাবে পাপস্বীকার করতে হয় তা শেখানো হয়। শনিবার বিকালে সবাই পাপস্বীকারে অংশগ্রহণ করে। রবিবার দিন সকালে মাঠ থেকে মোমবাতি নিয়ে শোভাযাত্রা করে সবাই গির্জা ঘরে প্রবেশ করে। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধানজুড়ি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার মানুয়েল হেম্ব্রম। তিনি খ্রিস্টপ্রসাদ কি, খ্রিস্টপ্রসাদের গুরুত্ব উপদেশে তুলে ধরেন। তিনি খ্রিস্টপ্রসাদকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে নেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান করেন। অতঃপর, ছেলেমেয়েদের প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ দেওয়া হয়॥

মিরপুর ধর্মপল্লীতে আনন্দ উৎসব

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও □ গত ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ মিরপুর ধর্মপল্লীতে নারী দিবস, পুনরুত্থান উৎসব ও বাংলা নববর্ষ উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের শুরুতে ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীদের পরিচালনায় প্রার্থনা করা হয়। এরপর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং তিনটি দিবসের তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। এরপর ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের মধ্য থেকে তিনটি দিবসের উপর সহভাগিতা করেন যথাক্রমে নারী দিবসের উপরে জয়ন্তী গমেজ, পুনরুত্থান উৎসবের উপর মৃগেন হাগিদক এবং বাংলা নববর্ষের উপর সিথি গমেজ। সহভাগিতার পরে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণে এবং যুবক যুবতীদের উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত সকলকে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন॥

যশোর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার

ফাদার নরেন জে বৈদ্য □ খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে **'শিশুদের সাথে পথ চলি প্রভু যিশুর গল্প বলি'**- এই মূলসুরের আলোকে গত ২২ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে, পবিত্র যিশু হৃদয়ের গির্জা, যশোর ধর্মপল্লীতে ধমপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে পবিত্র শিশুমঙ্গল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ৫৫ জন শিশু সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ফাদার নরেন জে বৈদ্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। উপদেশে ফাদার খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদের তাৎপর্য এবং মণ্ডলীর কার্যে শিশুদের ভূমিকা তুলে ধরেন। এনিমেটরদেরকে উৎসাহিত করেন যেন শিশুদের যত্ন নেন। বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য ধর্মশিক্ষাদানে যেন এনিমেটরগণ তৎপর হন। শিশুরা যেন যিশুতে খ্রিস্টের শিক্ষায় বেড়ে ওঠে। খ্রিস্টযাগের পর শিশুদের নিয়ে র‍্যালী করা হয়। টিফিনের পর খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সম্মানিত

গত ১২ মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ভারতের অগ্নিবীণার আমন্ত্রণে এবং আয়োজিত সংবর্ধনায় ১০ দিনের সফরে সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ। ১২ মার্চ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এর স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি, নতুন হাওড়া পেড়ো গ্রামের উন্মুক্ত মঞ্চে বিকেল ৪ টায় অন্নদামঙ্গল আন্তর্জাতিক ভাষা উৎসব, ২০২৩, কলকাতার যীশু আন্তর্জাতিক কবিতা পত্রিকার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কবি ডক্টর আগস্টিন ক্রুজকে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কবিকে পরিচয় করিয়ে দেন কবি ও আবৃত্তিকার পশ্চিমবঙ্গের গুণীজন হিসেবে একনামে পরিচিত সতিনাথ মুখোপাধ্যায়। বাচিক শিল্পী কবি সতীনাথ বলেন, মানুষের কল্যাণে শিক্ষাবিদ ও কবি আগস্টিন ক্রুজ চার দশক ধরে স্বপ্রতিষ্ঠিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালিয়েছেন। তিনি একজন সাধক কবি, বিজ্ঞানযোগে ঐশতাত্ত্বিক, দর্শনতাত্ত্বিক কাব্যজগতে নতুনমাত্রিক সংযোজন ঘটিয়ে নব যুগের সূচনা ঘটিয়েছেন। ঈশ্বরের সাথে তিনি সংলাপ করেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে উভয় ক্ষেত্রে কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন হাওড়া পেড়ো গ্রামে ১ম দিন কবি সম্মেলনে সম্মাননা দিচ্ছে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ মহোদয়কে। পার্শ্বে উপবিষ্ট আবৃত্তিকার বাচিক শিল্পী সতিনাথ মুখোপাধ্যায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সাতকর্ণি ঘোষ, সুজিত সরকার, অমিতাভ গুপ্ত, দীলিপ বসু, রামকিশোর ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল ঘোষ, বাপ্পি ঠাকুর চক্রবর্তীসহ আরো অনেকে। বক্তারা বাংলা ভাষাকে, সাহিত্যকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানান। ড. আগস্টিন ক্রুজ ভারতের অগ্নিবীণার সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ বন্দোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও আবৃত্তিকার সতিনাথ মুখোপাধ্যায়সহ পেড়ো গ্রামবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। বিপুল করতালির মাধ্যমে পেড়ো গ্রামবাসী ড. আগস্টিন ক্রুজ এর প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের স্মরণিকা প্রকাশ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাহিত্য সভার ইতি টানা হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় কোলকাতার বাগবাজার 'ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রা মঞ্চে' সন্ধ্যা ৬ টায় ভারতের অগ্নিবীণার উদ্যোগে 'ফুল ফাগুনে কবি নজরুল' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কবি ডক্টর আগস্টিন ক্রুজ। কোলকাতার বিশিষ্ট আবৃত্তিকার সতিনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ অতিথি হয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে উত্তরীয় পরিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায় অগ্নিবীণা। পরে ড. আগস্টিন ক্রুজকে ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

কোলকাতায় ভারতের অগ্নিবীণার আয়োজনে 'ফুল ফাগুনে কবি নজরুল' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ মহোদয়ের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছে অগ্নিবীণা। পার্শ্বে উপবিষ্ট আবৃত্তিকার ও বাচিক শিল্পী সতিনাথ মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে অগ্নিবীণার সম্পাদক রবীন মুখোপাধ্যায় বলেন আজ অগ্নিবীণা আয়োজিত বিদ্রোহী কবি নজরুলকে নিয়ে ফাগুন অনুষ্ঠান। গত বছর জুন মাসে কোলকাতায় ড. আগস্টিন ক্রুজ এর পক্ষে ক্রেস্ট নিয়েছেন কবি নজরুলের নাতনী খিলখিল কাজী। আজকে কবি ড. আগস্টিন ক্রুজকে পেয়ে ধন্যবাদ জানাই।

বিজ্ঞ/১৪৪/২৩

বক্তব্য পর্বে কবি ও বাচিক শিল্পী সতিনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন ড. আগস্টিনসহ বাংলাদেশের অনেক কবির সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিতার জগৎটা ভিন্ন ও কবিতায় তিনি অন্য মাত্রা যোগ করেছেন। তাঁর অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বর চেতন ও জীবন দর্শন নিয়ে লেখা কবিতা কাব্য জগতে অনন্য স্বাদ এনেছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আগস্টিন ক্রুজ বলেন, অগ্নিবীণা জীবিত রাখবে কবি নজরুলকে। বাংলা ভাষাকে ধরে রাখতে হবে। আপনাদের দেখে মনটা ভরে গেছে। গুণীজন না থাকলে গুণের চর্চা হয় না। তরুণদের ধরে রাখতে হবে, এইরূপ উৎসব আনন্দ দিচ্ছে সবাইকে। জীবনে আধ্যাত্মিকতা জরুরী। অগ্নিবীণার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ আমাকে এভাবে এখানে সম্মানিত করার জন্য। উল্লেখ্য যে, কথা প্রসঙ্গে অগ্নিবীণার সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎকে ড. আগস্টিন ক্রুজ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন- আমার সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আপনারা কতটুকু জেনেছেন যে আমাকে নিয়ে এত মাতামাতি করছেন। উত্তরে বিশ্বজিৎ নির্বিঘ্নে বলেছেন আপনার কর্মসম্বন্ধে জেনে শুনেই আমাদের এই মাতামাতি এতে কবি বিস্মিত হন।

১৪ মার্চ সন্ধ্যা ৬ টায় মুর্শিদাবাদ জেলার বাহরামপুরের ফ্রেম হোটেলে 'স্বনন ও গোধূলী' র উদ্যোগে কবি ও কবিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচিত কবিদের উপস্থিতিতে কবিদের মিলনমেলা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের কবি ডক্টর আগস্টিন ক্রুজ। ওনাকে ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন কোলকাতার সর্বজন পরিচিত আবৃত্তিকার ও কবি সতিনাথ মুখোপাধ্যায়, মিসেস লিউনী অঙ্কুর ক্রুজ, ভারতের অগ্নিবীণার সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ বন্দোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং আরো অনেকে।

৩য় অনুষ্ঠান মুর্শিদাবাদ বাহরামপুরে কবি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ। এর আগে তিনি বাংলা ভাষা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট আবৃত্তিকার ও বাচিক শিল্পী সতিনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি তার ভরাট কণ্ঠে ড. আগস্টিন ক্রুজের কবিতা পাঠ করেন।

বিশেষ অতিথি কবি ও বাচিক শিল্পী সতিনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, ড. আগস্টিন ক্রুজ জীবনের কয়েকটি দশক পার করেছেন লেখালেখি করে। উনি কবিতা লিখে রেখেছিলেন; অনেক পরে তা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের জীবনে চরম শিখরে যাওয়ার পরও চেষ্টা থাকে পরমকে পাওয়ার। বাচিক শিল্পী সতিনাথ মুখোপাধ্যায় ভরাট কণ্ঠে ড. আগস্টিন ক্রুজ এর কবিতা আবৃত্তি করলে দর্শকরা পিনপতন নীরবতায় তা শুনেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. আগস্টিন ক্রুজ বলেন, আমি আপনাদের এখানে এসে অভিভূত। বাংলা ভাষা যেন হারিয়ে না যায় সে লক্ষ্যে আগ্রহ নিয়ে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধি চর্চায় আপনারা এগিয়ে যাচ্ছেন তাতে শুভলক্ষণ অনুমিত। সব মানুষের মেধা এক নয় তবে এক এক রকম চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। আপনারা অনেকে বলেন আমার কবিতা দর্শন ঐশতাত্ত্বিক আসলে এর কোন সীমানা নেই।

অন্যান্য আমন্ত্রিত কবিরা তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ও সাহিত্য বিষয়ে প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারী কবি মনিরউদ্দিন খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠানটি সবার ভালো লেগেছে ও সুন্দর সময় কেটেছে। কবিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি দেবাশীষ দেবনাথ, দেবাশীষ দে, আশীষ ঠাকুর, সাঈদুর রহমান, মনির উদ্দিন খান, সুশান্ত বিশ্বাস, সাবিদুল ইসলাম ও আরো অনেকে। সবশেষে আবৃত্তিকার ও অনুষ্ঠানের সংগঠক রাখি বিশ্বাস সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহে ৪র্থ দিন কবি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি আগস্টিন ক্রুজ। এর আগে তিনি আমন্ত্রিত কবিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

১৫ মার্চ, ২০২৩ মালদহস্থ স্বামী বিবেকানন্দ যুব আবাস হলে 'উড়ান' আয়োজিত সাহিত্য সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ। কবি ও কবিতা বিষয়ক আলোচনার সঞ্চালক ছিলেন প্রবীর মন্ডল। সভার প্রধান অতিথি কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ মহোদয়কে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের

মালদহের উড়ান সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে উত্তরীয় পরিয়ে ও ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানাননো হয়।

কবি ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা সভায় উপস্থিত কবিদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ। তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি ড. আগস্টিন ক্রুজের স্ত্রী মিসেস লিউনী অঙ্কুর ক্রুজ, ভারতের অগ্নিবীণার সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ বন্দোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। সাহিত্যিক, লেখক ও কবিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি মালতি মজুমদার, সুকান্ত মন্ডল, পার্থ বসু, দীপক মন্ডল, গৌতম দাস, শুভজিৎ ভাদুরী, মোঃ আকমল হোসেন, মোঃ নুরুল ইসলাম, সৈয়দ নৌসাদ আলী, শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস, উম্মা শঙ্কর বড়ুয়া, শুভ মিত্র ও আরো অনেকে।

অগ্নিবীণার আয়োজনের শেষ অনুষ্ঠানে ১৬ মার্চ বিকেল সাড় ৫ টায় দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুঘাটে হোটেল সেরেনার মিলনায়তনে সাহিত্য সংগঠন 'উত্তরের রোববার' আয়োজিত বাংলার জন্য বাঙ্গালীর সাথে শীর্ষক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ। প্রধান অতিথিকে 'উত্তরের রোববার' এর পক্ষ থেকে উত্তরীয় পরিয়ে ও ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কবি ও লেখক বগুড়া নিবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা শোহেব শাহরিয়ার, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক হিমাংসু কুমার সরকার, সমাজ, সেবক স্বপন কুমার বিশ্বাস, মিসেস লিউনী অঙ্কুর ক্রুজ, ভারতের অগ্নিবীণার সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ বন্দোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং ৬০ এর অধিক কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও প্রকাশক। উপস্থিত সকল অতিথিদের ও কবিদের ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

কবিদের এই মিলনমেলায় কবি বরুণ তালুকদার, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তণীয়া, বিপন সরকার, দীপক বর্মন, সুনীল চন্দ, গৌরাঙ্গ শীল, কৌশিক বিশ্বাস, দীলিপ কুমার মজুমদার, শুভাশীষ গোস্বামী, মামনি সরকার, দীপক মন্ডল, উমাদাস ভট্টাচার্য্য, নির্মল রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ও কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক ও সংগঠক বিশ্বনাথ লাহো বিশিষ্ট সাহিত্য প্রেমিক সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও রাতের আহারের আমন্ত্রণ জানান।

শেষ দিন উত্তর দিনাজপুর বালুঘাটে উত্তরের রোববার আয়োজিত সেরেনা হোটেলের হলে কবি সম্মেলনে প্রধান অতিথির ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ।

মালদহ থেকে উত্তর দিনাজপুর বালুঘাট যাওয়ার পথে ফাঁরাক্কা নদী ও বাঁধ নজরে আসে। বাঁধের এক দিকে উচুঁ পানি অন্য দিকে পানির স্তর একদম নীচে। বাংলাদেশে শুকনো নদী দেখে মনটা শুকিয়ে যায়। হৃদয়টা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠে। বালুঘাটে যাওয়ার পথে পতিরাম এ অবস্থিত মাদার তেরেজার মিশনারীজ অব চ্যারেটি গৃহে চন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অনুরোধে গাড়ী থামনো হয়। এখানে মনিকা মারান্ডী (৩৫) নামের এক হিন্দু মহিলা আসেন মাদার তেরেজার পতিরাম মিশনারীজ অব চ্যারেটি চিকিৎসালয়ে টিউমারের চিকিৎসার জন্য। বিছানায় মনিকা মারান্ডী প্রার্থনা করছিল মাদার তেরেজার কাছে ১০/১২ মিনিট পর সে অনুভব করলো পেটে টিউমারের ব্যথা নাই, সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাক্তারের কথা মতো এ রোগ সারানো অসাধ্য। এ আশ্চর্য কাজের পূর্ণাঙ্গ তদন্তে মাদার তেরেজাকে সাধ্বীভূক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ড. আগস্টিন ক্রুজ উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর আহ্বানে সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং ওনার কাব্যগ্রন্থ উভয়কে উপহার দেন। হৈমন্তী শুক্লা ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখিত শুভেচ্ছা বাণী দেন।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বাণী দিচ্ছেন কবি ও শিক্ষাবিদ ড. আগস্টিন ক্রুজ মহোদয়কে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা-এর সাথে (বাঁয়ে) মিসেস লিউনী অঙ্কুর ক্রুজ ও (ডানে) ড. আগস্টিন ক্রুজ সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

আরো উল্লেখ্য যে, ড. আগস্টিন ক্রুজ এর ২৫ টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। তৎমধ্যে ২০ টি বাংলা ও ৫ টি ইংরেজি, যা পাঠকের মধ্যে সমাদৃত। তাঁর আরো ১৫টি বাংলা ও ৫টি ইংরেজী কবিতার বই প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের সুবিদিত পাবলিশার্স ওনার ৫টি কবিতার বই প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং বিখ্যাত বাচিক শিল্পী কবি সতীনাথ মুখোপাধ্যায় কবি ড. আগস্টিন ক্রুজ এর ২০ টি কবিতা ওনার কন্ঠে ভিডিও করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে ড. ক্রুজ উভয়কে সম্মতি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, ড. আগস্টিন ক্রুজকে কেন্দ্র করেই সকল সাহিত্য সভার আয়োজন ঘটে। প্রতিটি সভাতে সুসজ্জিত মঞ্চে ড. ক্রুজ এর সুবিনীত বক্তব্যে, প্রশ্ন উত্তরে সকল গুণিজন অভিভূত হন এবং তিনি সম্মান অর্জন করেন।

ড. আগস্টিন ক্রুজের সাহিত্য কর্মের প্রাপ্তিঃ (১) Bangladesh American Centre of North America (BACONA) Award – 2018 (২) Coney Island Ave Communities Inc. (CIAC) Award- 2018 (৩) দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা এর হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে ৬০ বছর পূর্তিতে সম্মাননা - ২০১৫ (৪) এডুকেশন ওয়াচ সম্মাননা - ২০১৯, (৫) ভারত বাংলাদেশ নজরুল সম্মেলন- ২০২০, (৬) ভারতের অগ্নিবীণার উদ্যোগে বিদ্রোহী কবিতার শত বর্ষ-২০২২, (৭) এটিএন বাংলা-উন্নয়নে বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড-২০২২, (৮) WHO'S WHO International Award -2022, (৯) বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রুনাই এর রাষ্ট্রদূতের সম্মাননা-২০২৩।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহামুদ - এর হাত থেকে WHO'S WHO International Award -2022 গ্রহণ করেন কবি ও শিক্ষাবিদ ড. আগস্টিন ক্রুজ।

সম্প্রতি ড. আগস্টিন ক্রুজ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আরো ৫টি কবি সম্মেলনে সম্মাননা লাভ করেন- (১০) কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল আন্তর্জাতিক ভাষা উৎসব, ২০২৩, (১১) ভারতের অগ্নিবীণার আয়োজনে, ফনিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চ সম্মাননা-২০২৩, (১২) 'স্বনন ও গোধূলী' মহাজাতি সনদ (আনেক্স), বাহারামপুর, মুর্শিদাবাদ-২০২৩। (১৩) উড়ান আয়োজিত সম্মাননা-২০২৩, মালদা, মুর্শিদাবাদ, (১৪) 'উত্তরের রোববার' পক্ষে বর্ণালী সামরিক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন-২০২৩, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া (১৫) এডুকেশন ওয়াচ বাংলাদেশ সম্মাননা - ২০২৩, (১৬) সুপ্ত প্রতিভার খোঁজে, চড়াখোলা যুব কল্যাণ সমিতির সম্মাননা- ২০১৮ (১৭) বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মারকগ্রন্থ চড়াখোলার মহতী প্রকাশনা সম্মাননা-২০২৩ এবং আরো বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনি সম্মাননায় ভূষিত হন।

এটিএন বাংলা-উন্নয়নে বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড-২০২২ প্রাপ্তদের সাথে (বাঁ থেকে চতুর্থ) কবি ও শিক্ষাবিদ ড. আগস্টিন ক্রুজ।

সৌভাগ্য যে, ড. ক্রুজ এর গৌরবোজ্জল আনন্দ মুখরিত দিনগুলোর সাক্ষী হয়ে আমি গর্ববোধ করছি। গর্ব হয়েছে যে, তিনি আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে এবং বাংলাদেশের জন্য গৌরব বহন করে এনেছেন। মনে হচ্ছে আগামী দিনে এতোসব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যের জগতে উনি অনেক এগিয়ে যাবেন, এই কামনাই করি।

প্রতিবেদন: সফরসঙ্গী এলড্রিক বিশ্বাস, ঢাকা / চট্টগ্রাম

কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল আঞ্চলিক কনভেনশন

ডোরা ডি রোজারিও □ ১৪ এপ্রিল, রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত রিনিউয়্যাল সেবাদল আঠারোগ্রাম অঞ্চলের জন্য এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। মূলভাব নেওয়া হয়েছিল *“পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান ও নব জীবন”* এতে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা তেজগাঁও প্যারিস প্রার্থনা দলের - কোর সদস্য সহ শুলপুর, বক্সনগর, তুইতাল, গোল্লা ও স্বাগতিক হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর প্রায় চার শতাধিক ভক্তসাধারণ।

সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পাল-পুরোহিত ফাদার স্টানিসলাউস গমেজ। এরপর দিনের মূলভাবের ওপর বাণী পরিবেশনা করেন ফাদার স্ট্যানলি কস্তা। এরপর নিরাময় অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে খ্রিস্টযাগ। নিরাময় অনুষ্ঠানে ফাদার স্টানলি কস্তাকে ফাদার আবেল রোজারিও ও অন্যান্য যাজকগণ সহায়তা করেন।

খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার স্টানিসলাউস গমেজ এবং খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণী রেখেছেন ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। পরিশেষে বাংলাদেশে কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালে পথদ্রষ্টা ফাদার আবেল রোজারিও তার শুভেচ্ছা বাণী রাখেন॥

পাদ্রীশিবপুরে অভিভাবক ও দম্পতি কর্মশালা

পিউস ডি কস্তা □ “তোমরা পায়ের ধূলা ঝেড়ে ফেলেই চলে যেয়ো” *(মথি ১০:১৪)* মূলসুরকে কেন্দ্র করে ১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ মহান মে দিবসে পাদ্রীশিবপুরে সেন্ট আলফ্রেডস স্কুল এন্ড কলেজ কক্ষে দিনব্যাপি “অভিভাবক ও দম্পতি কর্মশালা” অনুষ্ঠিত হয়। দিনের শুরুতেই ছিল রেজিস্ট্রেশন। উক্ত কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি দিপ মার্ক গোমেজ। পরে সহভাগিতা করেন সিস্টার গ্লোরিয়া। তিনি বলেন, জ্ঞান বুদ্ধি অর্জন ও শিক্ষার শেষ নেই। তিনি “কাউন্সিলিং ও সাইকোলজি” এর উপর বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিষয়ে উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তিনি উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মোট তিন ভাগে ভাগ করে তিনটি কক্ষে সেশন পরিচালনা করেন। ঢাকা থেকে আগত সহকারী রিসোর্স পার্সনরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, “আমরা সেটিসফাইড এবং successful”। সিস্টার আগ্নেস ইভন গোমেজ বলেন, আপনাদের উপস্থিতি যেভাবে ব্যাপক সাড়া দিয়েছেন তাতে আমি সত্যিই অভিভূত। মাইকেল গোমেজ -এর শেষ প্রার্থনা দিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে। কর্মশালায় মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৭৫ জন। অনুষ্ঠানটির আয়োজনে ছিল পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান যুব সংঘ-ঢাকা॥

তোমরা আছ তোমরা থাকবে, আমাদের হৃদয়ের মাঝে

মে মাসে বিশ্ব মা দিবস পালিত হয়। যখন সবাই মাকে ভালবাসা জানায় তখন আমরা তোমাকে ভালবাসা জানাতে পারি না! তোমাদের হারানোর এ ব্যথা কাউকে বুঝানো যাবে না। প্রতিনিয়ত আছ তোমরা আমাদের প্রার্থনায় ভালোবাসা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমরা আমাদের প্রার্থনায় থাকবে।
বিশ্বাস করি তোমরা আমাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করো।
প্রিয় পাঠক আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ১৬ মে, বাবার মৃতুবার্ষিকী ৩০ জুন, সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন।
আমরা ভালো আছি তোমরা ভাল থাক।

প্রয়াত জন দাড়িয়া
মৃত্যু : ৩০ জুন, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

পরিবারের পক্ষে তোমার সন্তানেরা
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

প্রয়াত আঞ্জেলা দাড়িয়া
মৃত্যু : ১৬ মে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১৬১/২৩

অনন্তধামে ঈশ্বর নির্ভরশীলা সিস্টার মেরী শিলা এসএমআরএ

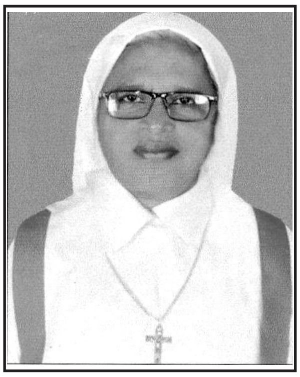

'শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছো
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছো।'

ঈশ্বর নির্ভরশীলা সিস্টার মেরী শিলা আমাদের প্রিয় সংঘ "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিণী" সংঘের একজন সভ্যা ছিলেন। তিনি মরণব্যাধি ক্যান্সারে মাত্র চার মাস চিকিৎসাধীন থেকে ১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ রোজ সোমবার তেজগাঁও, মেরীহাউজে ভোর ৪:৪৫ মিনিটে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

১৯৫২ খ্রিস্টবর্ষের ২৫ জুলাই পিতা ভিনসেন্ট গমেজ ও মাতা এলিজা পেরেরার ঘর আলোকিত করে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন দীপ্তি আন্না মেরী গমেজ। তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার ছোট। তার বড় বোন সিস্টার মেরী বার্তা এসএমআরএ সংঘের একজন সিস্টার। নিজ জীবনে প্রভুর আহ্বান আবিষ্কার করে তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টবর্ষে একই সংঘে প্রবেশ করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি প্রথম ব্রত এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। ১ম ব্রত গ্রহণের দিনে তিনি নতুন নাম ধারণ করেন সিস্টার মেরী শিলা। সন্ন্যাস জীবনের পূর্ণতায় তিনি ২০০২ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেন।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একজন আদর্শ সেবিকা হিসেবে নার্সিং পেশার মধ্যদিয়ে অসুস্থ, আর্ত-পীড়িত, দরিদ্র, নারী ও শিশুদের সেবায় জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। তার সুদীর্ঘ ৪৬ বছর সেবার জীবনের প্রৈরিতিক ক্ষেত্রগুলি হলো ময়মনসিংহ, মেরীহাউজ, মির্জাপুর, বটমলী হোম, তুমিলিয়া, রমনা সেমিনারী, রাণীখং, শেলাবুনিয়া হাসপাতাল, ফরিদপুর ও বানিয়ারচর।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নম্র-বিনয়ী, শান্তশিষ্ট, ঈশ্বরনির্ভরশীল, মৃদুভাষী, আনন্দময়ী, সহজ-সরল, নিরবকর্মী, ধীর-স্থির, ধৈর্যশীল কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রার্থনাশীল একজন ব্রতধারিণী ছিলেন। আর্ট-পেইন্টিং, বাগান করা, গান করা ও বই পড়া ছিল তার শখের কাজ।

সিস্টার তার প্রার্থনাশীল আধ্যাত্মিক জীবন ও সেবাময় কর্মজীবন দিয়ে আমাদের সংঘকে তথা সমগ্র খ্রিস্ট মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করেছেন। সিস্টারের জীবনের সমস্ত গুণাবলীর জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমাদের জীবনে তা অনুকরণের কৃপা চাই। আমরা বিশ্বাস করি সিস্টার আজ তার সকল শুভ কাজের জন্য পুণ্যমণ্ডিত হয়ে পরম পিতার আবাসে তার পবিত্রতার সৌরভ ছড়াচ্ছেন এবং আমাদের জন্য মঙ্গল আশিস বর্ষণ করছেন। আমরা তার মানবসুলভ দুর্বলতার জন্য পরম পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তার আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

- সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ

স্বর্গবাসী হলেন সিস্টার মেরী বিভা এসএমআরএ

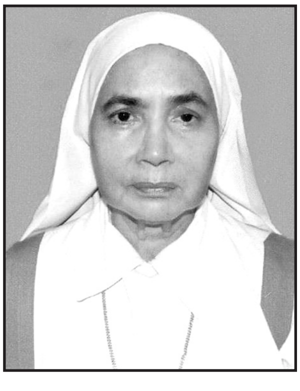

১৬ অক্টোবর ১৯৪৬ খ্রিস্টবর্ষে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর তুমিলিয়া গ্রামের পিতা হিরণ কস্তা ও মাতা মার্গারেট গমেজের কোল আলোকিত করে সিস্টার মেরী বিভা জন্মগ্রহণ করেন। তার বাপ্তিস্মের নাম ছিল মেরী মারটিস কস্তা। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক যত্নের মধ্যদিয়ে লালিত পালিত হয়ে ধর্মব্রতীয় সংঘে যোগদানের অনুপ্রেরণা লাভ করে তিনি ৬ জুলাই ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এসএমআরএ সংঘে যোগদান করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি প্রথম ব্রত গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে নতুন নাম সিস্টার মেরী বিভা লাভ করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসব্রতী জীবনের পূর্ণতায় তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে রজত জয়ন্তী, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেন। কিছুদিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় থাকার পর গত ১২ এপ্রিল তিনি পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে এই জগতের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন না ফেরার দেশে।

সিস্টার বিভা ছিলেন একজন আর্দশ সেবাব্রতী সিস্টার। মেধা, দক্ষতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে তিনি ভালোবাসা ও আন্তরিকতার মধ্যদিয়ে সংঘে তার নিপুন সেবা দান করে গেছেন। আদর্শ সেবিকা হয়ে শ্রদ্ধেয়া তিনি আজীবন শিক্ষা সেবায় নিয়োজিত থেকে অনেক শিশুদের মাঝে জ্ঞানের আলো প্রজ্জলন করেছেন, সুপরামর্শ দিয়েছেন, গঠন-মূলক শিক্ষা দিয়েছেন। সিস্টারের সংস্পর্শে এসে অনেক ছেলে মেয়েরা সুন্দর হাতের লেখার অনুশীলন করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে ব্রতীয় জীবনে এসে খ্রিস্টের নামে মণ্ডলীতে সেবাদান করে যাচ্ছেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষিকা এবং বাস্তববাদী। তার শিক্ষা দেয়ার ধরণ ছিল একটু ভিন্ন ধরণের অর্থাৎ বাস্তবতা ভিত্তিক। শ্রদ্ধেয়া সিস্টার বিভা তার সেবা ক্ষেত্রে খুবই দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করে এই পৃথিবীতে তার কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে গেছেন। ১৯৬৮-২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিস্টার মেরী বিভার সেবাক্ষেত্রে ছিল সেন্ট মেরীস তুমিলিয়া গার্লস হাইস্কুল, মরিয়মনগর, কুমিল্লা, রমনা আর্চবিশপস্‌ হাউস, মেরী হাউজ, মথুরাপুর, রানীখং, বটমলী ও তুমিলিয়া বয়েস স্কুল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে সমঝোতা রেখে মাতৃ হৃদয়ে প্রেমময় ও ত্যাগময় মহৎ সেবা প্রদান করে সকল ছেলে মেয়েদের হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রদান করে আদর্শ শিক্ষক হয়ে জ্ঞানের বীজ বপন করে শিক্ষার্থীদের জীবনে বেঁচে আছেন তিনি। সিস্টার বিভার মধ্যে অনেক গুণের সমাহার যা তাকে ব্রতীয় জীবনের সকল ভগ্নির মাঝে অন্যতম আর্দশস্বরূপ বাঁচিয়ে রাখবে। তিনি ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল মানুষ। তার শিক্ষকতার জীবনে তিনি অনেক ছেলে-মেয়েদের সুপথে ফিরিয়ে এনে তাদের জীবনে নবরত্ন হয়ে আছেন। তিনি দুপুর বেলায় বিশ্রাম না করে পরিবার পরিদর্শনে যেতেন। দরিদ্রদের প্রতি ছিলেন দরদী ও মমতাময়ী। তিনি সুযোগ পেলেই সবাইকে গঠন মূলক উপদেশ দিতেন। তার প্রার্থনাশীল আধ্যাত্মিক জীবন ও সেবাময় কর্ম জীবন দিয়ে আমাদের সংঘকে তথা সমগ্র বাংলাদেশ মণ্ডলীকে করেছেন শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী। সিস্টারের সমগ্র গুণাবলীর জন্য আমরা পরম পিতাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সাথে আমাদের জীবনেও সিস্টারের এই সকল গুণাবলী অনুকরণের কৃপা যাঞ্চা করি। প্রার্থনা করি শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী বিভার সকল পাপ ক্ষমা করে পরম পিতা যেন তাকে স্বর্গীয় সুখ দান করেন।

- সিস্টার মেরী অরিলিয়া এসএমআরএ

বিজ্ঞ/১৬১/২৩

“আপনিও তো হতে পারেন কত্‌তংনে পরিবারের একজন সিস্টার যাদের কেউ নেই তাদেরই আপন কেউ হয়ে সেবিকা হতে”

আপনিও একজন কত্‌তংনে পরিবারের সিস্টার হয়ে এই বিশেষ সেবা দায়িত্বে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন। সুতরাং আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন, **আমিও কি কত্‌তংনে পরিবারের একজন সিস্টার হয়ে যাদের কেউ নেই, তাদেরই আপন হয়ে সেবা করতে পারিনা?** যারা উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেছেন তাদের জন্য রয়েছে “কত্‌তংনে সিস্টারস্ অব জিযাস” সংঘে যোগদান করে, তাদের সারাজীবন সেবা করার সুযোগ। যারা “কত্‌তংনে সিস্টারস্ অব জিযাস” সংঘে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক তাদের নিম্নে লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হলো।

যোগাযোগঃ সিস্টার আন্দ্রেয়া

মোবাইলঃ ০১৭৩৩-৫৬১৫৭০

বাংলাদেশ কত্‌তংনে হাউস অব হোপ

কুচিলাবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

যারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন -

অংশগ্রহণের যোগ্যতাঃ HSC পাশ বা তার উর্দ্ধে বয়স ২৭ বছরের নিচে

বিপ/১৫৭/২৩

BOOK POST

“খাদ্যের জন্য ভিক্ষা করার শক্তি থাকাও ঈশ্বরের অসীম আশীর্বাদ”

“Even if you have only the strength to beg for food, it is the blessing of the Lord”

আপনি কি জানেন কত্‌তংনে কি? কত্‌তংনে মূলত যারা অসহায়, প্রতিবন্ধী তাদেরকে সেবা করেন এবং কত্‌তংনে সিস্টারগণ তাদের পরিবার হয়ে সেবা করেন। এই মূলভাবকে সামনে রেখেই কোরীয় ফাদারগণ ওহ-উং-জিন ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কত্‌তংনে সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেন। কত্‌তংনে একটি কোরীয় শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ “ফুলের বাগান” এই ফুলের বাগানে এক একটি ফুল হচ্ছে সেই সমস্ত অসহায়, দুস্থ ও প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা যাদের এই পৃথিবীতে কেউ নেই। এই সমস্ত অসহায়, দুস্থ ও প্রতিবন্ধী ভাই বোনদের কে নিয়ে কত্‌তংনে পরিবার গঠিত হয়। কততংনে তে বসবাসরত এই সমস্ত ভাইবোনদের পরিবার বলা হয়। কত্‌তংনে সিস্টারগণ, কততংনে পরিবারের জন্য তাঁরা ভালোবাসা অনুশীলন করেন, সিস্টারগণ তাদের মা-বাবার মত পরিবার হয়ে তাদের সাথে থাকেন ও তাদের সেবা দিয়ে থাকেন।

আপনিও একজন দিদি/দাদা হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কত্‌তংনে পরিবারের একজন মূল্যবান কর্মী হতে পারেন। আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নে লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হল-

কত্‌তংনে হাউজ অব হোপ, কুচিলাবাড়ী, উলুখোলা কালীগঞ্জ, গাজীপুর
ফোন : ০১৭১৫-৯৮৪৮৭২ যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বয়স ২০ বছর এর উর্ধ্বে হতে হবে (বেতন-আলোচনা সাপেক্ষ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org